ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 August 2021 ■ আগরতলা ১৯ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাবুলে প্রেসিডেন্ট প্যালেসের সামনে বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে কয়েকজন নারীকে।

তালেবান জমানায় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে সংশয়

কাবুলে নারীদের বিক্ষোভ

কাবুল, ১৮ আগস্ট।। কাবুলে প্রেসিডেন্ট প্যালেসের সামনে. বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে কয়েকজন নারীকে। রোববার থেকে তালেবানরা এই প্রেসিডেন্ট প্যালেস দখলে রেখেছে। ইরানি সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্ট মালিস আলিনেজাদ এর টুইটারে প্রকাশ করা ভিডিওতে এ বিক্ষোভের চিত্র পাওয়া যায়। ভিডিওতে দেখা যায়, জনাকয় নারী প্ল্যাকার্ড হাতে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভ করছেন। তারা বোরকা পরিহিত ছিলেন।

সাংবাদিক মালিসা আলিনেজাদ জানান, নারীরা তাদের শিক্ষা, কাজ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দাবি জানান। ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন অস্ত্রধারী তালেবান সদস্য বিক্ষোভরত নারীদের সামনেই ছিলেন। পাশে একটি পিকআপেও অস্ত্রধারী কয়েকজন তালেবান সদস্যকে দেখা যায়। তবে এসব নারীকে বাধা দেওয়া হয়নি।

এক সংবাদ সম্মেলনে তালেবানের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা ইসলামি আইন অনুয়ায়ী নারীর কাজ ও শিক্ষার অধিকার দেবে। এ ছাড়া তাদের পক্ষ থেকে এর আগে নারীদের সরকারে অংশগ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়।

বিশ বছর আগে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় নারীদের শিক্ষা, কাজ ও বাইরে যাওয়ার অধিকার খর্ব করে তালেবান। তবে মঙ্গলবারের সংবাদ সম্মেলনে তারা জানায়, বিশ আগের তালেবান এবং এখনকার তালেবান এক নয়। তালেবান সদস্যকে দেখা যায়। তবে এসব নারীকে বাধা দেওয়া হয়নি। এক সংবাদ সম্মেলনে তালেবানের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা ইসলামি আইন অনুয়ায়ী নারীর কাজ ও শিক্ষার অধিকার দেবে।

এ ছাড়া তাদের পক্ষ থেকে এর আগে নারীদের সরকারে অংশগ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়। বিশ বছর আগে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় নারীদের শিক্ষা, কাজ ও বাইরে যাওয়ার অধিকার খর্ব করে তালেবান। তবে মঙ্গলবারের সংবাদ সম্মেলনে তারা জানায়, বিশ আগের তালেবান এবং এখনকার তালেবান এক নয়।

এদিকে, আফগান মহিলাদের বোরখা পরতে বাধ্য করা হবে না বলে এবার ইঙ্গিত দিল তালিবান। আফগানিস্তানে সরকার গঠন নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শুরু চলছে তালিবানের। কিন্তু তাঁদের জমানায় মহিলাদের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সেই আবহে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী কাজে বাধা দেওয়ার মামলা বাতিলের আবেদন মঞ্জুর করেনি হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। পুলিশের দায়ের স্বত:প্রনোদিত মামলা বাতিলের তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিকের আবেদন মঞ্জুর করেনি ত্রিপুরা হাই কোর্ট। বরং দুই সপ্তাহের মধ্যে আদালতে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। সাথে এডভোকেট জেনারেলকে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশনামা আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী।

প্রসঙ্গত, গত ৮ আগস্ট খোয়াই থানায় ঢুকে কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেফতার ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন দলের সর্ব ভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ। তাঁরা টেবিল চাপড়িয়ে পুলিশকে চোখ রাঙানি দিয়েছেন। কিন্তু, পুলিশ ধৈর্য্য সহকারে সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ১৮৬ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। খোয়াই পুলিশ তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ দোলা সেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক এবং প্রকাশ দাসের বিরুদ্ধে সরকারী কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে মামলা দায়ের করেছে।

ওই মামলা বাতিল চেয়ে ত্রিপুরা হাই কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক। তাঁর অভিযোগ, সম্পুর্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে পুলিশ। জামিন যোগ্য ধারায় নথিভুক্ত মামলায় খোয়াই থানার পুলিশ ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে থানা থেকে জামিন দেননি। এর পেছনেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত রয়েছে। তাই তিনি ওই মামলা বাতিলের আবেদন জানিয়েছেন।

উচ্চ আদালত এদিন উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে আগামী ২ সেপ্টেম্বর ওই মামলা পরবর্তী শুনানির ধার্য্য করেছে। ওই সময়ের মধ্যে পুলিশ তদন্ত কার্য চালিয়ে যাবে। তবে, উচ্চ আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত রিপোর্ট মেজিস্ট্রেট আদালতে জমা দেওয়া যাবে না। সাথে খোয়াই থানায় মামলার সম্পুর্ন নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির পরীক্ষায় মেয়েদের বসতে অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.)।। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (এনডিএ)-র পরীক্ষায় মহিলাদের বসতে দেওয়ার অনুমতি দিল শীর্ষ আদালত। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়ার আগে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে, পরীক্ষায় মহিলাদের বসতে না দেওয়ার অর্থ লিঙ্গবৈষম্য করা। এভাবেই সেনাবাহিনীকে তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ওই পরীক্ষা হওয়ার কথা আছে। আইনজীবী কুশ কালরা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে বলেন, উপযুক্ত মহিলা পরীক্ষার্থীদের এনডিএ-র পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হোক। যোগ্য পরীক্ষার্থীদের যদি এনডিএ-তে ঢুকতে না দেওয়া হয়, তাহলে সংবিধান লঙ্ঘন করা হবে।

কুশ উল্লেখ করেন, গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসারদের পার্মানেন্ট কমিশন দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার হলফনামা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জানায়, সেনাবাহিনীতে ঢোকার যে ক"টি পথ আছে, এনডিএ পরীক্ষা তার মধ্যে একটি। প্রতি বছর সেনাবাহিনী ১৪৭০ জন অফিসারকে নিয়োগ করে। তাঁদের মধ্যে ৬৭০ জনকে ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি ও ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি থেকে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি থেকেও পুরুষ ও মহিলা অফিসারদের নিয়োগ করা হয়।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, "মহিলা অফিসাররা পুরুষদের মতোই কম্যান্ড পজিশনে কাজ করতে পারবেন।" এক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্যকে "বৈষম্যমূলক ও আপত্তিকর" বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। একমাত্র কমব্যাট উইং ছাড়া সেনাবাহিনীর সব স্তরে তিন মাসের মধ্যে এই নিয়ম চালু করতে বলা হয় কেন্দ্রকে। শুধু তাই নয়, ওই ঐতিহাসিক রায়ে শর্ট সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) আওতায় যে সমস্ত মহিলা ১৪ বছরের বেশি সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন, তাঁদেরও স্থায়ী কমিশনের আওতায় আনতে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে এই ব্যবস্থা কেন্দ্রকে করতে বলে আদালত।

অক্সিজেনের অভাবে মৃত তিন শ্রমিকের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ আগস্ট।। গোমতী জেলার অমরপুর মহাকুমার তিনঘড়িয়া এলাকার বাসিন্দা সূর্য সাধন জমাতিয়ার বাড়িতে নবনির্মিত শৌচালয়ের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

মৃত তিন জনের বাড়ি তেলিয়ামুড়া মহাকুমায়। সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৩ শ্রমিকের।মৃতরা হলেন তেলিয়ামুড়ার ত্রিশাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা কুমেন জমাতিয়া (৩৩), অতুল জমাতিয়া (৩৪) এবং দুস্কি এলাকার বাসিন্দা সুজিত দেববর্মা (২৫)।মঙ্গলবার মৃতদেহ গুলো অমরপুর হাসপাতালের মর্গে নিয়ে রাখা হয়।

বুধবার ময়নাতদন্ত শেষে তিন জনের মৃতদেহ তেলিয়ামুড়াস্থিত নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ নিজ বাড়িতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ কুমারঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। পানীয় জলের দাবিতে ফের রাস্তা অবরোধ কুমারঘাট পুরপরিষদের দারচৈ রোড এলাকায়। অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দুপাশে যানবাহন আটকে পড়ে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ অবশ্য ত্রিপুরার নিত্যদিনের ঘটনায় পরিনত হয়েছে।

এবারের ঘটনা কুমারঘাট পুরপরিষদের দারচৈ রোড এলাকায়।জানা গেছে ,এলাকার প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যায় ভূগছেন।জলকষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বুধধার সকাল হতেই কুমারঘাটের দারচৈ রোডে রাস্তা অবরোধে বসে পড়েন ক্ষুব্ধ প্রমিলা বাহিনী।আন্দোলনকারীরা ক্ষোভ উগড়ে দেন কুমারঘাট পুর কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অবরোধকারীরা জানান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে সড়ক নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ ঘিরে ফের জটিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। মোহনপুরের উপর দিয়ে জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে ফের সমস্যা দেখা দিয়েছে। মোহনপুর মহকুমার ভাটি ফটিকছড়াতে বুধবার জমি অধিগ্রহণে গেলে বাধা প্রদান করা হয় নির্মাণ কাজে নিযুক্ত সংস্থার কর্মী সহ প্রশাসনিক কর্মীদের।

সঠিক মূল্য ও ক্ষতিপূরণ না দেবার অভিযোগ সহ জারি করা নোটিশে কতটুকু জমি অধিগ্রহণ হবে তা না উল্লেখ করেই প্রভাব খাটিয়ে জমি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলল ভাটি ফটিকছড়ার নিরঞ্জন দাস ও সন্তোষ দাস নামের দুই ব্যাক্তি। নিরঞ্জন দাস জানান জাতীয় সড়ক নির্মাণে উনার বসত বাড়ির জমি অধিগ্রহণের ফলে উনার ঘর,গাছ,টয়লেট ভাঙা পড়ছে। জেলা প্রশাসক উনাকে দেওয়া নোটিশে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঠারমুড়ার পাদদেশে অচেনা পোকার উৎপাত-আক্রমণ, গিরিবাসীরা আতঙ্কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। পাহাড় জুড়ে অজানা পোকার আতঙ্কে ভূগছে গিরিবাসীরা। পোকার আক্রমণে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তারা। আঠারোমুড়া পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী জনগণ পোকার আক্রমণে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। জানা যায় বেশ কিছুদিন ধরেই আঠারোমুড়া পাহাড়ি এলাকায় পোকা আক্রমণ চালাচ্ছে। পোকার আক্রমণে উপজাতি অংশের মানুষ রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত।

এই আতঙ্ক থেকে পরিত্রাণ পেতে উপজাতি গিরিবাসীরা আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে দিন অতিবাহিত করছে। অন্যদিকে এই অজানা পোকার কামড়ে উপজাতিরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলে খবর।তাদের আয়-উপার্জনের মাধ্যম একমাত্র জুম চাষ। খেয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে তারা পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে আসছে। খবরে জানা যায় আঠারোমুড়া পাদদেশে বসবাসকারী উপজাতিরা ওই পোকার কামড়ে বর্তমানে অতিষ্ঠ। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে গিরিবাসিরা আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ ওই পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ধোঁয়াই একমাত্র মাধ্যম। অন্যদিকে রাজ্য এবং ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অথবা মুঙ্গিয়াকামী আরডি ব্লক প্রশাসন থেকে যদি গোটা আঠারোমুড়া

এলাকায় ডি ডি টি এবং ব্লিচিং পাউডার স্প্রে করা হয়।তবে উপজাতি গিরিবাসিরা ওই পোকার আক্রমণ থেকে নিস্তার পেতে পারে বলে কোন মহলের ধারনা। এমনিতেই গোটা আঠারোমুড়া পাহাড় মশার উৎপাতে ছয়লাপ। এমনকি এই মরশুমে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবে মৃত্যুর মিছিল দেখা গিয়েছে বিগত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে করোনা একদিনে কাড়ল ৪৪০ জনের প্রাণ

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.)।। ভারতে নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০০-র নীচেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ হাজার ১৭৮ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪৪০ জনের। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৭,১৬৯ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৫২ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৬৭,৪১৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,৪৩১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরু চোর সন্দেহে তিন যুবককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে পুড়িয়ে ফেলা হল গাড়ি ও বাইক, উত্তেজনা বক্সনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ আগস্ট।। গরু চোর সন্দেহে এলাকাবাসীরা বাইক ও গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া সহ তিন যুবককে আটক করে প্রচণ্ড মারধোর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার মধ্যরাতে বক্সনগর এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে কিছু কাপড়ের গাইট বক্সনগর সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের কড়া টহলের কারণে পাচার করতে না পেরে সোনামুড়া থানাধীন কমলনগর আনন্দপুর এলাকার সীমান্ত দিয়ে পাচার করতে বক্সনগর এলাকা থেকে দুইটি বুলেরো পিকআপ গাড়ি দিয়ে কাপড় সহ ২০ থেকে ২৫ জনের লেবার যায়।

গাড়িগুলি লেবার ও পাচার সামগ্রী সীমান্তে নামিয়ে আনন্দপুর এলাকার একটি রাবার বাগানের সামনেই লেবার গুলিকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে গাড়ির চালক ডালিম মিয়া ও দুই লেবার। পরবর্তী সময়ে আনন্দপুর এলাকার সমীর রায় ও রণজিৎ রায়ের বাড়ি থেকে মোট পাঁচটি গরু চোরের দল চুরি করে রাবার বাগানে নিয়ে গিয়ে রাবার গাছের সাথে বেঁধে রাখে। হয়তো ব্যবসায়ীদের কথাবার্তা চোরের দল শুনতে পেয়ে গরু গাছে বেঁধে পালিয়ে যায়। আর তখন গরুর মালিক তাদের ঘরে গরু না দেখতে পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর রাবার বাগানে এসে গরু গুলি খুঁজে পায়। রাবার বাগানের সাথে ছিল টি আর -০১টি -১৫৪২ নম্বরের একটি বুলেরো পিকআপ গাড়িসহ সাথে ছিল ১৫০ মডেলের একটি পালসার বাইক।

গাড়ির মধ্যে ছিল গাড়ির চালক ডালিম মিয়াসহ সুমন মিয়া ও বক্সনগর এলাকার শাহিনুল হক নামে এক যুবক। গ্রামবাসী তাদের দেখতে পেয়ে চোর সন্দেহে করে গাড়ি থেকে নামিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে। এই ঘটনা ব্যবসায়ীরা টের পেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড অতিমারীর সময়ে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ সমস্ত অংশের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। কোভিড অতিমারীর সময়ে ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। আজ পুরাতন আগরতলা ব্লকের নবনির্মিত ব্লক কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে গুণগত দিক বজায় রেখে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন, অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ভেন্টিলেটর, আইসিইউ সহ রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যের উৎপাদিত কাঁঠাল ও আনারস অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের পথকে সুগম করছে। এদিন তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষার সম্প্রসারণে রাজ্যের ১০০টি সরকারি বিদ্যালয়কে সিবিএসই-র আওতায় আনার উদ্যোগ, ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার নাগরিকদের অভাব অভিযোগগুলিকে স্বচ্ছ ও দক্ষ প্রশাসনিক নীতির মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে ধলাই জেলায় পাইলট বেসিসে ১৯০৫ নম্বরটিকে মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইন নম্বর হিসেবে চালু করা হয়েছে। এই হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমে নাগরিকগণ সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে পরামর্শ বা প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবেন।

তাঁর দাবি, উন্নয়নের নিরিখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ত্রিপুরা সমগ্র দেশে পরিচিতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলে রাজ্যের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর হীরা মডেলের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাইওয়ে, এক্সপ্রেস ট্রেন, দিল্লির সাথে সরাসরি বিমান পরিষেবার মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৯৯ ▫ ১৯ আগস্ট ২০২১ ইং▫ ২ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভোগ

গত কিছুদিনের মধ্যে আকাশছোঁয়া দাম বাড়য়াছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম । তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাম বাড়াইয়াছে রান্নার গ্যাসের। ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে মাটির নিচে উপরন্ত গ্যাস রহিয়াছে সেখানেও পেট্রোল ডিজেল ও এলপিজিএর সঙ্গে পাল্লা দিয়া সিএনজি এবং পিএনজি উভয়ের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার ফলশ্রুতিতে নাভিশ্বাস উঠিয়াছে সাধারণ মানুষের। জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে যানবাহনে ভাড়া বৃদ্ধির আশঙ্কার পশাপাশি

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে

প্রায় সমস্ত জিনিসের দাম বাড়িয়া গিয়াছে । আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমিলেও দেশের বাজারে তাহার সেইরকম কোনও প্রভাবই পড়ে নাই । বিভিন্ন রাজ্যে লিটার প্রতি ১০০ টাকা পার হইয়া গিয়াছে পেট্রোলের দাম । তাহা সত্ত্বেও কেন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমানো হইতেছে না তাহা বোধগম্য হইতেছে না সাধারন মানুষের। বিষয়টি নিয়া সকলের মনেই প্রশ্ন উঠিয়াছে । এই বিষয়ে সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানাইয়াছেন, পেট্রোল ও ডিজেলের এরকম দাম বৃদ্ধির জেরে প্রাক্তন ইউপিএ সরকার দায়ি । দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী সীতারামন স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন , প্রাক্তন ইউপিএ সরকার অয়েল বন্ড জারি করিয়াছিল, যাহার জেরে তেলের দাম কমানো সম্ভব হইতেছে না ।

অর্থমন্ত্রী আরও জানাইয়াছেন, সরকারকে এই বন্ডের জেরে টাকা দিতে হয় । ২০০৫-২০১০ সালের মধ্যে তৎকালীন ইউপিএ সরকার তেল সংস্থাগুলিকে অয়েল বন্ড জারি করিয়াছিল । এর জেরে সেই সময় তৎকালীন সরকারকে সংস্থাগুলি নগদ সাবসিডি দিতে হয়নি এবং আগামী কয়েক বছরে কিস্তিতে দেওয়ার কথা ছিল ।

অয়েল বন্ড এক ধরনের স্পেশ্যাল সিকিউরিটিজ যাহা সরকারের তরফে তেল সংস্থাগুলি যেমন হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম, ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়ামকে ক্যাশ সাবসিডি হিসেবে দেওয়া হয় যাহাতে সাধারণের উপর তেলের দামের চাপ না পড়ে । অয়েল বন্ড ১৫-২০ বছরের জন্য হয় । তেল সংস্থাগুলিকে এই বন্ডের উপরে সুদও দেওয়া হয় ।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীনির্মলা সীতারমন জানাইয়াছেন, ইউপিএ সরকার প্রায় ১.৪৪ লক্ষ কোটি টাকার অয়েল বন্ড ইস্যু করিয়াছিল । ২০১৪-১৫ সালে অয়েল বন্ডের ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া ছিল । মোদি সরকার ৭০, ১৯৫ কোটি টাকার সুদ দিয়াছে । পাশাপাশি মোদি সরকাররে ৩৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে অয়েল বন্ডের জন্য । ২০২৬ পর্যন্ত সরকারকে ৩৭০০০ কোটি টাকা সুদ দিতে হইবে । ২০২৬ পর্যন্ত সরকারকে ১.৩০ লক্ষ কোটি টাকা দিতে হইবে । এসব কারণেই জ্বালানির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমণ দাবি করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে দাবিই করুন না কেন দেশের মানুষ বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রীতিমত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।। অনেকের পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। এ অবস্থায় একদিকে যখন জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে ঠিক তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের মানুষের এই অসহায় পরিস্থিতিতে দেশের সরকারকে পাশে দাঁড়ানো জরুরি। কিন্তু সরকার জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা না ভাবিয়া প্রভাবতো চালানোর মূল্যবৃদ্ধির প্রতি সায় দিয়া চলিয়াছে। জনগণ ইহা কোনভাবে মানিয়া নিতে পারতেছেন না। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে জনগণকে মূল্যবৃদ্ধির ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পরিত্রাণ পেতে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার গুলি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। স্বাভাবিক কারণেই জনদরদি নামধারী সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দিয়া জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। ইহার প্রভাব সরকারের ওপর নানাভাবে পড়িতে পারে। এখনো সময় আছে সরকারকে এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করিয়া সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এর ফল ভোগ করিতে হইবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একদিকে যখন উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পে বিনামূল্যে এলপিজি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া চলেয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে রান্নার গ্যাসের মূল্য একধাপে আর ২৫ টাকা সিলিন্ডার প্রতি বৃদ্ধি করিবার ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক। সরকারকে এইসব বিষয় বিবেচনা করিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এর বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে।

সমন পাঠিয়েছে ইডি, হাজিরা থেকে অব্যাহতি চাইলেন অনিল দেশমুখ

মুম্বই, ১৮ আগস্ট (হি.স.): আর্থিক তছরুপ মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে সমন পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কিন্তু, আপাতত হাজিরা দেওয়া থেকে অব্যাহতি চাইলেন অনিল দেশমুখ। বুধবার অনিল দেশমুখের হয়ে ইডি-র কাছে অব্যাহতির আবেদন জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী ইন্দেরপাল সিং। ইডি-র পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

এদিন অনিল দেশমুখের আইনজীবী ইন্দেরপাল সিং জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে যতক্ষন না পর্যন্ত আমাদের মামলার শুনানি হচ্ছে, ততক্ষন ইডি-কে অপেক্ষা করার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি। চিঠিতে আমরা ইডি-কে জানিয়েছি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসার পরই হাজিরা দেওয়া হবে। ইন্দেরপাল আরও জানিয়েছেন, আমাদের আবেদন সুপ্রিম কোর্টে এখনও পেন্ডিং, তাহলে কেন ইডি সমন পাঠাচ্ছে। আমরা ইডি-র সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি। বুধবারই অনিল দেশমুখকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি।

করোনা আবহে সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত পার্ক স্ট্রিট থানা

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.): একটা গোটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু তবুও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। সংক্রমণ ঠেকাতে বুধবার কলকাতা পুলিশের তরফে জীবাণুমুক্ত করা হয় পার্ক স্ট্রিট থানা। এখনও শহর থেকে বিদায় নেয়নি অদৃশ্য ভাইরাস করোনা হানা। তবে, বর্তমানের পরিস্থিতিতে শহরবাসী সেবায় ময়দানে নেমে লড়ে চলেছে কলকাতা পুলিশকর্মীরা। শহরবাসীকে মাস্ক পরার জন্য সচেতন করা থেকে খাদ্য বিলি বর্তমানের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে সবটাই করে থাকছে কলকাতা পুলিশকর্মীরা। শহরবাসীর সকল দায়িত্ব যেনও কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশকর্মীরা। শহরবাসীকে সংক্রমণ মুক্ত রাখতে বারবারই কলকাতা পুলিশের তরফে মাইকিং চালানো হচ্ছে করোনা সচেতনতায়। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে করোনার কবলে পরছে পুলিশকর্মীরাও। আর তাই এই পরিস্থিতিতে নিজেদের সংক্রমণমুক্ত রাখতে এদিন জীবাণুমুক্ত করা হয় একাধিক থানা। এদিন কলকাতা পুলিশ সতর্ক জীবাণুমুক্ত করা হয়পার্ক স্ট্রিট থানা।

কোচবিহারে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার

কোচবিহার, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটা ১ ব্লকের ওকড়াবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার। বুধবার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বিডিও অফিসের কর্মীকে মারধরের অভিযোগ। ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩জন কর্মী। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েও ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, স্বাস্থ্যসাথীর ফর্ম শেষ হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় ফর্ম এনে সরবরাহ করতে কিছুটা বিলম্ব হয়। এদিকে ফর্ম দিতে দেরি হওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিডিও অফিসের ৩ কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। আহত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিষয়ে বিডিও মদনমোহন মুর্মু জানান, এদিন কর্মসূচিতে বহু মানুষের ভিড় হয়। কাউন্টারে ফর্ম দিতে কিছুক্ষণ দেরি হওয়ায় সামান্য ঝামেলা হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গনারী

শান্তনু রায়

ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে খন্ডিত করে মধ্যরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার বয়স পঁচাত্তর স্পর্শ করল আজ । ১৯৪৭ এ এদিনেই এভাবে ক্ষমতার হাতবদল হলেও প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির দীর্ঘ সংগ্রামে অনেক দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা বীরত্ব আত্মত্যাগ আত্মবলিদান দিতে হয়েছে দেশবাসীকে।কত বিপ্লবীর রক্তে রাঙ্গা সে অধ্যায়। স্বদেশব্রতের মহান দীক্ষায় দীক্ষিত তাঁদের আন্তরিক অনুভবে ছিল স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি।

আর দীর্ঘ সে সংগর্রামের বিভিন্ন পর্ব অগ্নিপুরুষদের অভীমন্ত্রে,নেতৃত্বে ও অংশগ্রহণে নতুন মাত্রা-নতুন গতিসঞ্চারে সঞ্জীবিত হয়েছে। এমনই এক প্রবাদপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ-যিনি কেম্ব্রিজের মেধাবী ছাত্র হিসেবে পিতৃ অনুজ্ঞায় আই সি এস উত্তীর্ন হয়েও আত্মসুখ ও প্রতিষ্ঠার চিরাচরিত সে পথ পরিত্যাগ করে চরমপন্থায় স্বদেশের মুক্তির তরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আগুনঝরা বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে-হল কারাবাস। কারাজীবনকালেই ঘটল এক আশ্চর্য রূপান্তরঅন্তরাত্মার আহ্বানে শাসকের চরম বিপজ্জনক এক বিপ্লবী থেকে দ্রষ্টা ঋষি- মানবমুক্তির বৃহত্তর পরিসরের অন্বেষণে।

প্রসঙ্গত ১৯০৫এসুরাট কংগ্রেসে এই অরবিন্দই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করেন যদিও তা গৃহীত হয়নি চরমপন্থী -নরমপন্থী বিবাদে অধিবেশন ভন্ডুল হয়ে যাওয়ায়।

আশ্চর্য এক সমাপতন এই যে অনন্য এ ইতিহাসপুরুষের আবির্ভাব দিবসটিই দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনরূপে স্থিরীকৃত হয়েছিল। এবছর ১৫ই আগস্ট যেমন দেশের ৭৫-তম স্বাধীনতা দিবস তেমনই সেই প্রবাদপুরুষের সার্ধশত জন্মদিন।

তবে আজকের দিনে এও স্মর্তব্য যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই ও বিপ্লবাত্মক কর্মকান্ড যে পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়- অসংখ্য অকুতভোয় বঙ্গনারী হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন, অনেকে সরাসরি সশস্ত্র বৈপ্লবিক কাজে অংশ গ্রহন করেছেন, অনেককে লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয়েছে অন্তত একজন প্রাণও দিয়েছেন। এদের অনেকের নাম আজকের দিনে স্বল্পশ্রুত হলেও স্বাধীনতা যজ্ঞের কর্মকান্ডে তাঁদের অবদান অসামান্য।

প্রসঙ্গত ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে বাংলা থেকে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্নকুমারী দেবী যোগদান করলে সেই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে নারীর অংশ গ্রহনের সূচনা।

এ সকল মহীয়সী মহিলাদের কথা আলোচনা করতে গেলেই উল্লেখ করতে হয় যে এ ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের এক অগ্রনী ভূমিকা ছিল। ঠাকুরপরিবারের মধ্যে মেয়েদের জাগরনের যে প্রবল জোয়ার এসেছিল তারই অভিঘাতে ঋদ্ধ হয়েছিলসমকালীন বঙ্গীয় নারী সমাজ। স্বর্নকুমারী দেবীর পর তাঁর সুযোগ্যা কন্যা

সরলা দেবীচৌধুরানীর অগ্রনী ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ন। ১৮৭২ সালে মাতুলালয় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে স্বর্নকুমারীদেবী ও কোলকাতার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জানকী নাথ ঘোষালের এই আত্মজার জন্ম। তিনি সরলা ঘোষাল নামেও পরিচিত। শিক্ষা বেথুন কলেজে।সংস্কৃত ও ফারসিতে দক্ষ তিনি সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও খ্যাত ছিলেন।অনেক দেশাত্মবোধক গানের তিনি রচয়িতা। ১৯০৫ এর বেনারস কংগ্রেসে গোখলের অনুরোধে মঞ্চে তিনি বন্দেমাতরম সম্পূর্ন গানটি গেয়েছিলেন,তিনিই এ গানের প্রথম সুরকার। তিনি দীর্ঘদিন ভারতী পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রচলিত প্রতাপাদিত্য উৎসব ও বীরাষ্টমী ব্রত এত আলোড়ন তুলেছিল সমগ্র বাংলায় যে বিপিন পাল তাঁর ইয়ং ইন্ডিয়ায়

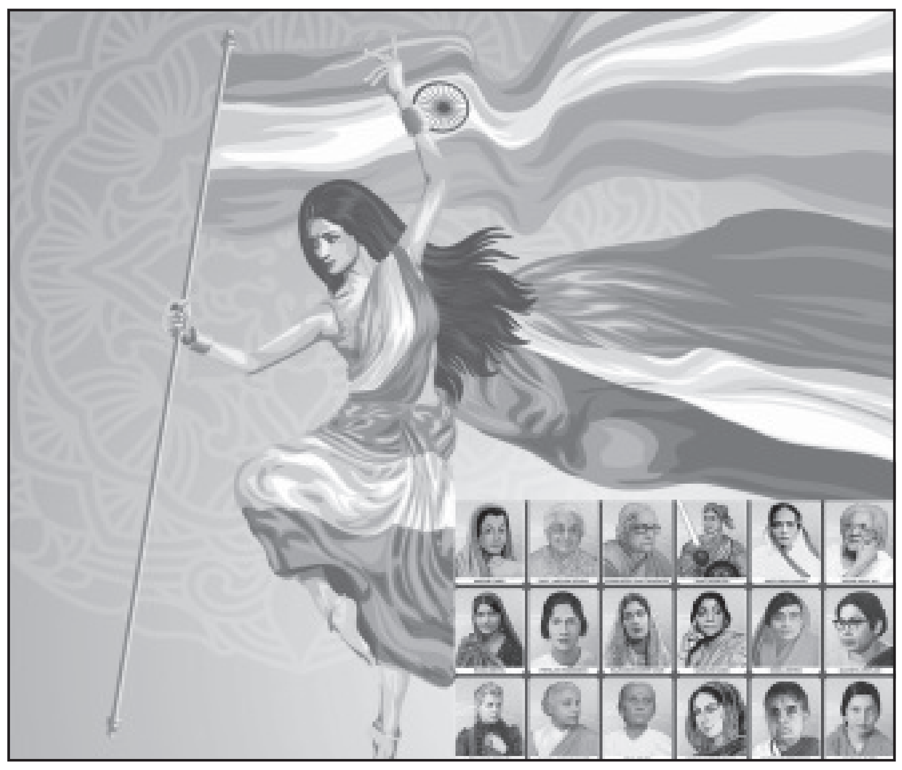

মন্তব্য করেন-Sarala Debi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal. মহিলাদের মধ্যে তরবারি চালনা ও লাঠিখেলা ইত্যাদির প্রচলন তিনি করেন। যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে (নিরালম্ব স্বামী) বাংলায় প্রথম গুপ্ত বিপ্লবীদল গঠনে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। স্বদেশি আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে স্বদেশি মেলায় তাঁতবস্ত্রের ও স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের প্রচারের উদ্দেশ্যে লক্ষীর ভান্ডার স্থাপন করেন। লালা লাজপত রায়,গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক এবং মহাত্মা গান্ধি প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী। ১৯২০সালে নাগপুর কংরেসের পর দেশবন্ধু ঘোষনা করলেন ব্যারিষ্টারি ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবেন।তখন তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা বাধা দিলেও সেই মানসিক দ্বন্দ্বের সময় দেশবন্ধুর পাশে দাড়িয়ে ছ বাসন্তী দেবী দেশবন্ধুকে বলেছিলেন-"অর্থকে পৃথিবীর বড় সম্পদ বলে আমি মনে করি না।তোমার এই সংকল্পে আমিও তোমার পাশে আছি। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহন করে ৭ই ডিসেম্বর ১৯২১ বাসন্তী দেবী ও দেশবন্ধু সহদোরা উর্মিলা দেবী গ্রেপ্তার হন।

বিখ্যাত বিপ্লবী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনী প্রথম মহিলা কংগ্রেস সভাপতি সরোজিনী নাইডুও ছিলেন কবি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী।নীলচাষিদের হয়ে আন্দোলন করে তিনি কারাবরন করেন বিশ এর দশকে । এরপর রাওলাট আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন অংশগ্রহন করে ১৯৩০ এ তিনি আবার কারারুদ্ধ হন।

উপমহাদেশের নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ পরবর্তীকালে বিপ্লবী দেশনেত্রী অভিধাপ্রাপ্ত লীলা রায়ের (নাগ) জন্ম১৯০০ সালের ২রা অক্টোবর আসামের গোয়ালপাড়া জেলায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ট সহযোগী এবং ভারতে প্রথম মহিলা রাজবন্দী, শ্রীহট্টের আদি বাসিন্দা লীলা নাগ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ঢাকায় দীপালী সংঘের প্রতিষ্ঠা করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করলেও ক্রমে বিপ্লবপন্থায় সঠিক যাত্রাপথের সন্ধান লাভ করেন।তাঁর দক্ষ অঙ্গুলি যেমন সেতারের তারে মূর্ছনা তুলতে পারত তেমনই অকম্পিত ভাবে পিস্তল রিভলবার এবং বোমা বারুদেও কার্যকরী ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কবিগুরুর নামকরনকৃত মেয়েদের পত্রিকা জয়শ্রী সেই তিরিশের দশকে। পরবর্তীকালে বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ভারতীয় গণপরিষদেরও সদস্য ছিলেন।তিনি নোয়াখালিতে গনহত্যা লুন্ঠন ধর্ষনের ঘটনা শুনেই ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে গান্ধিজীও আগে এবং অসংখ্য নির্যাতিতা মহিলাকে রক্ষা করেছিলেন।

জ্যোতির্ময়ি গাঙ্গুলী- বাংলার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলির কন্যা। নারী সিক্ষা নিকেতনের অধ্যক্ষা রূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিশেষ উদ্যগী হন.১৯৩০ এ চাকরির মায়া ত্যাগ করে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মীরা দত্তগুপ্তঃ মহিলা সংঘটনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। বাবা ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারি। সেজন্য তাঁর পিতৃগৃহ ছিল বিপ্লবী সংগঠনের বিভির আগ্নেয়াস্ত্র রাখার নিরাপদ আশ্রয়।

রেনু সেন-বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ১৯৩০ সালে দীপালি সঙ্ঘের মাধ্যমে কলকাতায় ছাত্রীভবন নামে মহিলাকর্মীদের এক আস্তানা এবং গণশিক্ষা পরিষদ স্থাপন করেকর্মীদের নারীশিক্ষার উদ্যমকে সক্রিয় করেতুললেন।রেনু সেনের উপর এই কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ১৯৩১ এ লীলা রায় ও রেনুসেন ঢাকায় গ্রেপ্তার হন। বহরমপুরের লাবন্যপ্রভা দত্তের - ন'বছর বয়সে বিয়ে হয় খুলনার যতীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। তাঁর কন্যা শোভারানি দত্তও স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯৩০ এ লাবন্যপ্রভা ও তার কন্যা শোভারানী আনন্দমঠ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ঐ বছরই তাঁর নেতৃত্বে নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হয়।

কল্যানি ভট্টাচার্য(দাস)সুভাষচন্দ্রের শিক্ষক বেনীমাধব দাসের জেষ্ঠ্যা কন্যা। আদি বাড়ি চট্টগ্রাম।১৯২৮এ কোলকাতায় ছাত্রী সংঘ প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন। ছোট বোন বিপ্লবী বীনা দাস।

শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী —এঁরা কুমিল্লার ফৈজুন্নেসা স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। এঁরা লাঠিও ছোরা খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।তাঁরা ১৯৩১এর ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সের কুঠিতে গিয়ে দেখা করার অজুহাতে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে তাঁদের দ্বীপান্তর হয়।

বীনাভৌমিক(দাস) বেনিমাধব দাসের দ্বিতীয়া কন্যা।তিনি১৯৩২ এর৬ই ফেব্রুয়ারি সেনেট হলে কনভোকেশনের সময় গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিচারে ৯বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়।

প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়েদ্দারমাস্টারদা সূর্য সেনের সংগঠনের সদস্যা সুগভীর দেশাত্মবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারিনী। ২১বছরের প্রীতিলতার নেতৃত্বে মাস্টারদার ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির আটজন সদস্য জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নিতে ১৯৩২ সালের ২৪শেসেপ্টেম্বর রাতের অন্ধকারে চট্টগ্রামের পাহাড়তলির ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমন করেন এবং তেরোজন ইংরেজদের মৃত্যু হয় তাদের গুলি বর্ষনে। ধরা পড়ার আগে অবশ্য ঘটনাস্থলেই প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

উজ্জ্বলা মজুমদারের পিতা সুরেশ মজুমদার ছিলেন বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত,যিনি কোলকাতা থেকে অশ কিনে নিজের কন্যার কোমরে তা লুকিয়ে নিয়ে ঢাকা যেতেন। ১৯৩৪ এ দার্জিলিং এ লেবং মাঠে ঘোড়দৌড় এ গভর্নর এন্ডারসনকে ভবানি ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জির গুলি করার ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে উজ্জ্বলা মজুমদার কোলকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ এমুক্তি পেয়ে তিনি কিছুদিন বন্ধুদের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য হন।নোয়াখালি দাঙ্গার পর সেখানেতিনি দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৮ এর ১১ই মার্চ বিপ্লবী সাহিত্যিক ভুপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়।

১৯৪২ এ আগষ্ট আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে সব থানা ও সরকারি অফিস দখলের পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে তিয়াত্তর বছরের মাতঙ্গিনীর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের মিছিল তমলুক থানার সামনে উপস্থিত হয় থানাদখলের উদ্দেশ্যে।১৪৪ধারা অগ্রাহ্য করে মাতঙ্গিনীর নেতৃত্বে মিছিল এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি চালায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময়ও হাতে ধরা জাতীয় পতাকাটি তিনি শক্তহাতে ধরে রেখেছিলেন। তিনি গান্ধিবুড়ী নামেও পরিচিত ছিলেন।

ইন্দুমতি সিংহ- বিপ্লবি অনন্ত সিঙ্ঘের ভগ্নি।চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহএর দায়িত্ব ছিল ইন্দুমতির।কিন্তু ১৯৩১ এ ডিসেম্বরে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন তিনি।রাজবন্দী রূপে হিজলি জেলে ছয় বছর থাকাকালীন সব সময় উৎকণ্ঠায় থাকতেন কে অর্থ সংগ্রহ করবে। সে সময় তিনি জেলের মধ্যে লীলা নাগের কাছে পড়াশোনা করে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৭ এ জেল থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

দৌলতন্নেসা খাতুনের -জন্ম ১৯১৮ সালে বগুড়ায়। নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভের পরপরই মাত্র আট বছর বয়সে বিয়ে হলেও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ততকালীন সমাজেও তাঁর পিতামাতা তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করায় ঢাকা ইডেন স্কুলে তিনি ১২ বছর পর্যন্ত পড়ার পর বাড়িতে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যান। ১৯৩০ এ লবন আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২ এ তিনি ও কয়েকজন মিলে গাইবান্ধা মহিলা সমিতি গঠন করেন ও আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।তাঁর বক্তৃতা শুনতে গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলে দলেদলে আসত।

স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলা দাশগুপ্তের জন্ম হয় ঢাকায় ১৯০৭সালের ১১ই মার্চ।পরবর্তীকালে তাঁর পরিবার কোলকাতায় চলে আসলে তিনি বেথুন কলেজ থেকে বি এ এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায়ই তিনি যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯২৯এ ঐ দলে যোগ দেন। তিনি ছিলেন কল্যানী দাসের সহপাঠী। তাঁর সরবরাহ করা রিভলবার দিয়েই বিপ্লবী বীনা দাস গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে সেনেট হলে গুলি করেন। বোমা মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর একাধিকবার কারাবাস হয়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়েও তিনি তিন বছর কারাবাসে ছিলেন। কর্মজীবনে শিক্ষকতা ছাড়াও ১৯৩৮ এ তিনি মন্দিরা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী তাঁর রচিত একটি বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

এমনই একজন অকালপ্রয়াতা বেলা মিত্র, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। সুরেশচন্দ্র বসুর কন্যা বেলা বসুর বিয়ে হয় হরিদাস মিত্রের সাথে। ১৯৪০ এ রামগড়ে আপোষ বিরোধী সম্মেলনে নারী বাহিনীর কম্যান্ডার ছিলেন ১৯ বছরের বেলা। বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজি প্রেরিত আজাদ হিন্দের গুপ্তবাহিনী সাবমেরিনে উড়িষ্যা উপকূলে নেমে কোলকাতায় হরিদাস মিত্রের বাড়িতে এসে ঘাঁটি করেন এবং সেখান থেকে ট্রান্সমিটারে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। পরে বেহালার জঙ্গলের মাঝে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে এক রেডিও স্টেশনের কাজ চলত। কিন্তু ১৯৪৪ এর অক্টোবরে হরিদাস মিত্র ও গুপ্ত বাহিনীর সদস্যরা গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ সালে হরিদাস মিত্র এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর আরো ২১জন বন্দীর ফাঁসির আদেশ হয় এবং ১১ই সেপ্টেম্বর ফাঁসির দিন ধার্য হয়। বেলা তখন পুনায় গিয়ে গান্ধিজির দেখা করলেন ২২ জন স্বাধীনতাযোদ্ধার প্রাণরক্ষায়। গান্ধিজীর চেষ্টায় শেষমুহূর্তে ফাঁসি স্থগিত হল এবং পরবর্তীতে গান্ধিজির সাথে লর্ড ওয়াভেলের কয়েকবার পত্রবিনিময়ের ফলস্বরূপ ২২জন বন্দীরই ফাঁসির আদেশ রদ হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল। ১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারিতে বেলাগঠন করলেন ঝাঁন্সির রানী বাহিনী।

১৯৫০ এ পূর্বঙ্গে নরমেধ যজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে আগত অগনিত হিন্দু শেয়ালাদা স্টেশন এবং অন্যত্র আশ্রয় গ্রহন করতে বাধ্য হয়। বেলামিত্র তখন এই নিরাশ্রয় শরনার্থীদের ত্রাণ ও সেবাকার্যে ঝাপিয়ে পড়েন। অক্লান্ত ভাবে এই কর্মে নিজেকে সঁপে দিতে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গেযায় এবং ১৯৫২ সালের ৩১শে জুলাই স্বাধীনতা সংগ্রামের এইবীর সৈনিকের অকালপ্রয়াণ ঘটে।

কিছু উদ্বাস্তু শরনার্থীদের বালি ও ডানকুনি স্টেশনের মাঝে অভয়নগর নামক স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি। সেজন্য তাঁর মৃত্যুর পর ঐ স্থানের নাম হয় বেলানগর যেখানে পরে একটি রেলস্টেশন হয় বেলানগর নামে। এরকম আরো কত নাম-বিদেশিনী নেলী সেনগুপ্তা, চারুশীলা দেবী কল্পনা দত্ত ,লাবন্যপ্রভা দাশগুপ্ত, নোয়াখালির আশালতা সেন, শ্রীহট্টের শান্তি দাস,পরবর্তীতে হুমায়ুন কবীরের স্ত্রী, নোয়াখালির হেমপ্রভা মজুমদারও ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতা বসন্ত মজুমদারের স্ত্রী, প্রসিদ্ধ বীজগণিত প্রণেতা কে পি বসুর দৌহিত্রী মায়া ঘোষ এবং আরো অনেকে।

তবে যে নামগুলি উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন হাওড়ার বালির বিধবা ননীবালা দেবী, নলহাটির দুকড়িবালা দেবী এবং ময়মনসিংহের ক্ষীরোদা সুন্দরী চৌধুরী যারা ঘোর সংসারী হয়েও পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশি দলে যোগদিয়ে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করেছেন (বিপ্লবীদের গোপন আগ্নেয়াস্ত্রের জিম্মাদার হয়ে) জীবন পণ করে,শতলাঞ্ছনা সহ্য করে ।

এরকম আরও অনেক মহিয়সী আছেন যাদের কাহিনী এই স্বল্পপরিসরে বলা সম্ভব হলনা।স্বাধীনোত্তর স্বদেশে তাঁদের অনেকেরই হয়ত যোগ্য সম্মান স্বীকৃতি-জোটেনি-যথার্থ স্থান মেলেনি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসেও।

কিন্তু আজকের এই পুণ্যলগ্নে সকলকে স্মরণ করেই নিবেদিত হোক বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য..।

পাঠকের কলম

তিপ্রাল্যান্ড ঃ আতঙ্ক ও অশনি সংকেত

তিপ্রাল্যান্ডঃ সরকারকে আমরা বাঙালির সতর্কীকরণ- এই হেড লাইনে সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদটা দেখলাম। সংবাদটা পড়ে বা দেখে যারপর নাই—অভিভূত ও অশনি সংকেতের টের পেলাম।

কারণ প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে আমরা বাঙালি এ ডি সি গঠন, ৮০-র জুন দাঙ্গা ও তৎপরবর্তী মুক্তিপণ বাণিজ্যের নামে যে নির্বিচারে বাঙালির জান-প্রাণ- মান ও সম্পত্তি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পরেছে, তিপ্রা মথার উত্থান ও বক্তব্যে ঈশান কোনে আবার ভীষণ কালো মেঘের ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি। ৮০-র দাঙ্গার বীভৎসতা আজও ভুলতে পারিনি। তাছাড়া ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবুর বক্তব্য ও তৎকালীন কংগ্রেস দলের ভূমিকা আমরা বাঙালি সম্পাদক স্মরণ করিয়ে দিলেন।

এমন কি বর্তমানে গৌতম দাস মহাশয়ের উক্তি যা থেকে স্পষ্ট যে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃ মহা রাণী বিভূ কুমারী দেবীর ভূমিকা যদি সঠিক হয়েই থাকে তবে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় "বাঙালি কুম্ভ কর্ণদের নিদ্রা শুধুমাত্র প্রেস কফারেন্স-এর মাধ্যমে ওই কাল ঘুম ভাঙ্গা যাবে না।

ইতিহাসে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গের জন্য রাবণ রূপী রাজার পাইক-পেয়াদা বরকন্দাজদের মত ঢাক ঢোল বা নাড়া, কর্তাল, মৃদঙ্গ, ফুলকামান এমন কি, বল্লম রূপী অস্ত্র দিয়ে না খোঁচালে "বাঙালি কুম্ভকর্ণ রূপী রাজনেতাদের (কংগ্রেস , কমিউনিস্ট অধুনা বি জে পি নেতাদের) ঘুম ভাঙ্গানো যাবে না। এছাড়াও রয়েছে কুম্ভকর্ণরূপী সাংবাদিক প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের কালঘুম কীভাবে ভাঙ্গানো যাবে? তাছাড়া রয়েছে মোক্তার, মোসাহেব ব্যবহারজীবী, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানবড় কুম্ভনিদ্রায় শায়িত বিরাট বুদ্ধিজীবী সমাজ, ছাত্র যুব সমাজ রয়েছে ব্যবসায়ী সমাজ আরও কত কী, এদের কুম্ভনিদ্রা কি ভাবে ভাঙ্গবে ভেবে ভেবে দিশাহারা। এযাবত অনেক নেতিবাচক কথা বললালম। এবার কিছু ইতিবাচক কথা বলি। ১৯৫২ সনে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) দামাম ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলে এক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছে। বহু রাজাকার, মিরজাফরদের প্রতিহত করেই। এপার বাঙালাতেও রাজকার মিরজাফরদের অভাব নেই। শুধু স্বভাবের অভাব আছে। তবু যদি কুম্ভনিদ্রায় নিদ্রিত বাঙালি কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গানো যায় তবে সেই বাঙালিরাই গ্রেটার বাঙালিস্থান গড়তে পারাতে অসুবিধা কোথায়? ত্রিপুরা সহ আসাম, বিহার, উড়িষ্যার বাঙালিদের পিঠ দেওয়ালে সেঁটে গেছে। সাধু সাবধান।

"মরা গাঙ্গে বান এসেছে খুলতে হবে নাও তোমরা এখনো ঘুমাও, এখনও ঘুমাও"।

প্রণব দে, উত্তর বনমালীপুর, আগরতলা।

সংক্রমণ ফের ঊর্ধমুখী, ১,১৩৭ বেড়ে ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু ৫.৭০-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ১৮ আগস্ট (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা ফের বাড়ল, ব্রাজিলে আবারও এক-দিনে ১ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল করোনাভাইরাস। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,১৩৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৭১৮ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ হাজার ২১৮ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,৪১৭,২০৪ জন।
আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। একদিন আগে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৪, ৮৮৭, সেই সংখ্যা ৩৮ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৯,৩১৩,৫৪৬ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,৩২,৯৪০ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

১.৩৭-লক্ষাধিক দৈনিক সংক্রমণ, আমেরিকায় কোভিডে ৮৭৩ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১৮ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.৩৭-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮৭৩ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৩৭,৩০৭ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ৮৭৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ০৯৩ জনের।
আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩৭,৩০৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৭৩ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭,৮৯৬,৫৮২-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০,২৮৯,৯৮৯ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬,৯৬৬, ৫০০-তে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সাধারণের জন্য উন্মুক্ত বেলুড় মঠ, প্রবেশে কঠোর বিধিনিষেধ

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি.স.): পূর্ব ঘোষণা মতোই, বুধবার থেকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল বেলুড় মঠ। আপাতত সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ও বিকেলে ৪টে থেকে ৫.৪৫ পর্যন্ত মঠ খোলা থাকবে। বেলুড় মঠে পরিবেশের ক্ষেত্রে রয়েছে কঠোর বিধিনিষেধ। মানতে হয়েছে কয়েকটি শর্ত। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, যাঁদের দু'টি করোনা টিকা নেওয়া আছে, তাঁদের অবশ্যই সঙ্গে করে টিকার শংসাপত্র ও সচিত্র পরিচয়পত্র নিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়াও যাঁদের করোনা টিকা নেওয়া হয়নি, তাঁদের সঙ্গে করে আনতে হবে কোভিড নেগেটিভ শংসাপত্র। পরীক্ষা করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এই আরটিপিসিআর রিপোর্ট নিয়ে এলে তবেই ঢোকা যাবে মঠে। এই সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়ার পরই বেলুড় মঠে এদিন প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় সাধারণ মানুষজনকে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ফলে দীর্ঘদিন ধরে বেলুড় মঠের দরজা সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ ছিল। আপাতত পরিস্থিতি বিচার করে মঠের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত ২৪ জুলাই গুরুপূর্ণিমায় একদিনের জন্য খুলেছিল বেলুড় মঠ। সেদিন করোনা বিধি মেনে মঠে ঢুকতে পেরেছিলেন দর্শনার্থীরা।

হাইতিতে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ১,৯৪১, আহত প্রায় ১০ হাজার

পোর্ট-অ-প্রিন্স, ১৮ আগস্ট (হি.স.): ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড হাইতিতে বেড়েই চলেছে প্রাণহানির সংখ্যা। গত শনিবারের ৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে হাইতিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৯৪১। আহতের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। আশ্রয়হীন অসংখ্য মানুষ, বহু মানুষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক হাইতির দক্ষিণে। ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানির পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর, খাবার ও পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মাটিতে মিশে গিয়েছে হাজার-হাজার বাড়ি।
গত শনিবার ৭.২ (স্থানীয় সময় সকাল ৮.৩০) তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে হাইতি। তারপর বারবার অনুভূত হয়েছে আফটারশক। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে দেশের দক্ষিণ প্রান্তের, পশ্চিম প্রান্তের ক্ষতিও কম হয়নি। ধুলোয় মিশে গিয়েছে একাধিক শহরের ঘরবাড়ি। প্রায় ১০ হাজার মানুষ আহত হওয়ায়, হাসপাতালে রোগীদের ভর্তি করার জায়গা নেই। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ, তাই আরও প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : সাগরে ও ওড়িশা উপকূলে ঘণীভূত হয়েছে নিম্নচাপ। তার সাথে সাথে সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর অক্ষরেখা, এই দুই-এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়। বুধবার এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এদিন বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়। মঙ্গলবারের তুলনায় বুধবার বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। দক্ষিণবঙ্গের দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমানেও প্রবল বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হওয়ার কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস। তবে কলকাতা ও তাঁর পাশ্ববর্তী জেলায় ভারী বা বজ্রপাত সহ বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। এদিন সকাল থেকেই দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বৃষ্টিপাত হবে। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে উত্তরবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলাতেই। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজায় থাকবে এই পরিস্থিতি। শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে দুই বঙ্গেই। বজ্রগর্ভ মেঘ ও নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবল বৃষ্টি হবে, তবে সেটা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, কলকাতায় কোনও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এদিন সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ থাকলেও মাঝে মাঝে রোদের দেখা মিলবে। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর আশেপাশে। যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ থাকবে ৯৫ শতাংশ। তাই আদ্রতা জনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অর্থ তছরুপ মামলা : শ্রীনগরের ইডি অফিসে হাজিরা মেহবুবার মায়ের

শ্রীনগর, ১৮ আগস্ট (হি.স.): অর্থ তছরুপ মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতির মা গুলশন নাজির। বুধবার শ্রীনগরে ইডি-র দফতরে হাজিরা দেন মেহবুবার মা। মায়ের সঙ্গেই এদিন ছিলেন মেহবুবা। ইডি সূত্রের খবর, অর্থ তছরুপ মামলায় এদিন মেহবুবার মা-কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।
গত ৬ আগস্ট মেহবুবার মা-কে অর্থ তছরুপ মামলায় নোটিশ পাঠিয়েছিল ইডি। তাঁকে ১৮ আগত শ্রীনগরে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। সেই মতো বুধবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন মেহবুবা মুফতির মা গুলশন নাজির।

মুম্বইয়ে ভেঙে পড়ল শৌচালয়, প্রাণে বাঁচলেন ৪ জন

মুম্বই, ১৮ আগস্ট (হি.স.): মুম্বইয়ে ভেঙে পড়ল শৌচালয়ের ছাদ। ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে আহত হয়েছেন একজন, এছাড়াও ৩ জন আটকে পড়েছিলেন। সকলকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ মুম্বইয়ের পওইসার এলাকায় ভেঙে পড়ে পাবলিক টয়লেট। পওইসার পশ্চিম শহরতলির বিহারি টেকরি রোডের ধারে কমলেশ কম্পাউন্ডের একটি চলের সঙ্গেই ছিল ওই শৌচালয়ের দেওয়াল ও ছাদ। শৌচালয় ভেঙে পড়ার পর ৪ জন আটকে পড়েছিলেন, দমকল পৌঁছনোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় সকলকে উদ্ধার করা হয়। তবে, আহত হয়েছেন ২৮ বছর বয়সী একজন যুবক। তাঁকে শতাব্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অভ্যস্থ স্থিতিশীল রয়েছে।

আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের ফেরাতে সমস্ত প্রচেষ্টা করবে কেন্দ্র : সিন্ধিয়া

শাজাপুর (মধ্যপ্রদেশ), ১৮ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তান তালিবানদের দখলে চলে যাওয়ার পর থেকেই সেই দেশ ছাড়তে চাইছেন ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা। বহু ভারতীয় নাগরিক আফগানিস্তানে আটকে রয়েছেন। নিজ দেশে ফেরার জন্য তাঁরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আফগানিস্তানে আটকে থাকা সেই সমস্ত নাগরিকদের আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়েছেন, আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে সমস্ত প্রচেষ্টা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। ঠিক যেমনটা করেছিল ''বন্দে ভারত মিশন''-এ। জন আশীর্বাদ যাত্রা-য় যোগ দিতে মঙ্গলবার রাতে মধ্যপ্রদেশের শাজাপুরে পৌঁছন সিন্ধিয়া। সেখানে তিনি বলেন, ''বন্দে ভারত মিশনের মতোই, এয়ার ইন্ডিয়া ও ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনবে ভারত সরকার। সিন্ধিয়া জানিয়েছেন, গত শুক্রবার থেকেই ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে। ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনতে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ভারত সরকার। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

চমক শেয়ার বাজারে, রেকর্ড ভেঙে সেনসেক্স সূচক পৌঁছাল ৫৬ হাজারে

মুম্বই, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার শেয়ার বাজার খুলতেই বাজার সেনসেক্স সূচক পৌঁছে গেল ৫৬ হাজারে। একলাফে বাড়ল ২৫০ পয়েন্ট। নিফটি সূচকও ৬৬.৭৫ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছে গেল ১৬,২০০-তে। দুই সপ্তাহ আগে সেনসেক্স পৌঁছেছিল ৫৪,২৯৮.২০ পয়েন্টে।
করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় শেয়ার বাজারে মন্দার হাওয়া ছিল বিগত কয়েক সপ্তাহ। কিন্তু দুই সপ্তাহ আগে সেনসেক্স ৫৪ হাজারের বেশি পয়েন্টে পৌঁছেছিল। ইদানিংকালে যা ছিল সর্বোচ্চ। এদিন সেই রেকর্ডও ভেঙে গেল।এদিন শেয়ার বাজারে সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে ২৪টি সংস্থা। এরমধ্যে রয়েছে টাটা স্টিল, এইচডিএফসি, ইনফোসিস, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ডঃ রেড্ডি-র মতো সংস্থা। আবার ভারতী এয়ারটেল, এসবিআই, নেশলে ইন্ডিয়া, আলট্রাটেক সিমেন্টের শেয়ারে পতন হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, ২০-২১ আগস্ট বর্ষণ হবে দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.): প্রায় দু''সপ্তাহ পর, ১৯ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) থেকে উত্তর ভারতে পুনরুজ্জীবিত হতে চলেছে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) বুধবার জানিয়েছে, আগামী ১৯-২১ আগস্ট উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ২০-২১ আগস্ট বৃষ্টিতে ভিজবে হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশ।
১৯ থেকে ২০ আগস্ট উত্তরাখণ্ডে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। বিহারে বৃষ্টি হতে পারে ২০ থেকে ২২ আগস্ট। আইএমডি জানিয়েছে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং সাব-হিমালয় পশ্চিমবঙ্গ, সিকিমের উপর বর্তমান বৃষ্টিপাত ১৯ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

সুস্থতা বাড়ছে রাশিয়ায়, ৭৯৯ বেড়ে করোনায় মৃত্যু ১.৭২ লক্ষের বেশি

মস্কো, ১৮ আগস্ট (হি.স.): আগের দিন ছিল ৮০৫, পরবর্তী দিন রাশিয়ায় মৃত্যু হল করোনা-আক্রান্ত ৭৯৯ জন রোগীর। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা অবশ্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে রাশিয়ায়, বাড়ছে সুস্থতাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) রাশিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৭৯৯ জনের, এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ১, ৭২,৯০৯ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়েছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২০,৯১৪ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,৬৬৩,৪৭৩। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৫,৯৩৯,০৩৭ জন।

মৃত্যু কমে গিয়ে ৬৬, পাকিস্তানে মোট করোনা-সংক্রমণ ১.১০-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ১৮ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে ধীরে ধীরে কমছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯৭৪ জন। কিছুটা কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা, মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৬৬ জনের। ৬৬ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৪, ৬৩৯ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,১০৯,২৪৭ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪২৬ জন।
বুধবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩, ৯৭৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৬ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১০৯,২৭৪। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৮,২০৯। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৬.৯১ শতাংশে পৌঁছেছে।

কোভিড মোকাবিলায় দেশে সেরার সেরা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ সুনামির মতো আছড়ে পড়েছিল গোটা দেশে। দেখা গিয়েছিল অক্সিজেনের হাহাকার আর মৃত্যুমিছিল। এই কঠিন সময়ে শক্ত করে রাজ্যের হাল ধরেছিলেন তিনি। পেলেন তারই পুরস্কার। তিনি ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। কোভিড মোকাবিলায় দেশের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ''মুড অফ দ্য নেশন'' সমীক্ষায় এক নম্বরে উঠে এসেছে নবীন পট্টনায়েকের নাম। দেশের মধ্যে কোভিড পরিস্থিতি সবচেয়ে ভালভাবে দক্ষ হাতে সামাল দিয়েছেন তিনিই। তালিকায় এর পরেই নাম রয়েছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের।
সমীক্ষায় দেখা গেছে, ওডিশায় যেভাবে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হয়েছে তাতে ৭৩ শতাংশ মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে। অসম ও ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে এই শতাংশের হার যথাক্রমে ৭২ এবং ৬৩। প্রতি মাসেই কোভিড পরিস্থিতির নিরিখে এই সমীক্ষা করা হয়। সেই জানুয়ারি থেকেই তালিকার শীর্ষে আছে নবীন পট্টনায়েকের ওড়িশা। এছাড়া চলতি বছরের জুনে ওড়িশার কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় নবীন পট্টনায়েকের ভূমিকার প্রশংসা করেছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামও (ইউএনডিপি)।

পেগাসাস কাণ্ডে রাজ্যের তদন্ত কমিশন গঠন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : পেগাসাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গঠন করা তদন্ত কমিশন বাতিলের দাবিতে জনস্বার্থ মামলায় এবার রাজ্যকে নোটিস পাঠাল শীর্ষ আদালত। বিরোধী নেতা, বিচারপতি, সাংবাদিক এবং সমাজকর্মীদের ফোনে আড়ি পাতার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর রাজ্যে তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের ফোনেও নজরদারি চালানো হয়েছিল, এই রিপোর্ট সামনে আসতেই জুলাই মাসে দিল্লি সফরের আগেই তদন্ত কমিশন গঠনের ঘোষণা করে মমতা জানিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মদন বি লোকুর নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে ওই দুই সদস্যের তদন্ত কমিশন।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার পরই মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। ওই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি এনভি রামানার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এ দিন জানায়, পেগাসাস নিয়ে মূল মামলার সঙ্গেই এই বিষয়টি শোনা হবে। পরবর্তী শুনানি হবে ২৫ আগস্ট।
রাজ্যের গঠন করা তদন্ত কমিশন খারিজের দাবিতে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী সৌরভ মিশ্র। কিন্তু এখনই ওই কমিটি ভঙ্গের নির্দেশ দেয়নি আদালত। রাজ্য সরকার কমিটি গঠনের ঘোষণা করতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। আইনজীবী মহলের একাংশের বক্তব্য ছিল, পেগাসাসের মতো আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করার এক্তিয়ারই নেই কোনও রাজ্য সরকারের। আদালতে মামলা হলেই খারিজ হয়ে যাবে ওই কমিটি। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও এ দিন বলেন, "এই তদন্ত কমিশন অসাংবিধানিক, এটুকুই বলতেই পারি।"

তালিবানদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের সম্পর্ক খুঁজে বিতর্কিত টুইট, স্বরা ভাস্করকে গ্রেফতারের দাবি

মুম্বাই, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : হিন্দুত্ববাদীদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলে আখ্যার পাশাপাশি তালিবানি তাণ্ডবের সঙ্গে তুলনা টেনে হিন্দুত্ববাদকে সন্ত্রাস বলে অপমান করার অভিযোগ উঠেছে স্বরা ভাস্করের বিরুদ্ধে। আর সেই প্রেক্ষিতেই বলিউড অভিনেত্রীর গ্রেফতারের দাবিতে উত্তাল নেটদুনিয়া।
বরাবরই ছকে বাধা সমীকরণ থেকে বেরিয়ে তিনি নিজের মতোন করে এগিয়ে এসেছেন। প্রতিবাদের সুর সর্বদাই তাঁর গলায়। কিছু ক্ষেত্রে তা মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে। তিনি হলেন বলি অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর।কাবুলে এখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। তালিবানের দখলে গোটা আফগানিস্তান। নির্বিচারে চলছে শোষণ। বন্দুকের নলের কাছে স্তব্ধ সভ্যতা। সামাজিক মাধ্যমে ছেয়ে গিয়েছে আফগানিস্তানের উপর তালিবান নেতাদের ভয়ঙ্কর কীর্তিকলাপের ছবি-ভিডিও। চারিদিকে মানুষের চোখে-মুখে শুধু ত্রাস-আতঙ্ক। আফগানিস্তানের সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলতে গিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন স্বরা ভাস্কর। আর অভিনেত্রীর সেই টুইট নিয়েই এখন শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
স্বরা টুইটে লিখেছেন, "হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস নিয়ে আমরা আওয়াজ তুলি না, কিন্তু তালিবানি সন্ত্রাস দেখলে আমরা হতবাক হই, আবার ভেঙেও পড়ি। তালিবানি সন্ত্রাস দেখলে আমরা মাথা ঠান্ডা রাখতে পারি না, তবে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসের সময় আমরা চোখ বুজে থাকি! আমাদের মানবিকতা কিংবা মূল্যবোধ কখনও কোনও নিপীড়ক, নিপীড়িতের পরিচয়ের ভিত্তিতে চাগাড় দিয়ে উঠতে পারে না।" ব্যস, নায়িকার এই টুইট ভাইরাল হতেও সময় নেয়নি। অতঃপর হিন্দুত্ববাদকে আক্রমণের অভিযোগে স্বরাকে গ্রেফতারের দাবি উঠেছে।
গত বছরের মাঝপর্বে কেরলে গর্ভবতী হাতি মৃত্যু নিয়ে উত্তাল হয় গোটা দেশ। আর সেই সময় কারাগারের অন্ধকারে ছিলেন জামিয়ার এক অন্তঃসত্তা তরুনী। তিনি হলেন সফুরা জারগার। গত এপ্রিল মাসে সন্ত্রাসবাদ দমন আইনের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় অন্তঃসত্ত্বা সফুরাকে। তাঁকে জামিন দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হন নেটিজেনরা অনেকে। আর সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করকে গ্রেফতারের দাবি তোলেন নেটিজেনরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কংগ্রেসের ফুটো নৌকা থেকে যাত্রীরা চড়ছেন বিজেপির নৌকায়, বলেছেন রিপুন বরা

গুয়াহাটি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : কংগ্রেসের নৌকা ফুটো হয়ে গেছে। তাই এর যাত্রীরা গিয়ে চড়ছেন বিজেপির নৌকায়। তবে বিজেপির নৌকা কতদূর এগোতে পারবে, সন্দিহান অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সদ্যপ্রাক্তন সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য রিপুন বরা। আজ বুধবার গুয়াহাটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একের পর এক দলীয় নেতার দলত্যাগ প্রসঙ্গে এভাবেই তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সাংসদ রিপুন।
কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল বিজেপিতে একের পর এক হাইপ্রোফাইল কংগ্রেস নেতা যোগদান করছেন, সাংবাদিকরা এর কারণ জানতে চাইলে এই মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে এ প্রসঙ্গে বিজেপির সমালোচনা করতে গিয়ে নিজের দলের ব্যর্থতাই প্রকাশ করেছেন সদ্যপ্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রিপুন বরা। তবে জল সিঁচে দলীয় নৌকাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করতে কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি বিজেপিতে যোগদান করে কোন কোন কংগ্রেসি নেতা মন্ত্রী, সাংসদ এবং বিধায়ক হয়েছেন তারও বর্ণনা করেছেন রিপুন।
তাঁর ব্যাখ্যা, একদা এক সঙ্গে দুটি নৌকা চলছিল। যাত্রীতে পরিপূর্ণ ছিল দুই নৌকাই। মাঝপথে কংগ্রেসের নৌকার তলা ফুটো হয়ে যায়। ফলে কংগ্রেসের নৌকা থেকে যাত্রীরা বিজেপির নৌকায় উঠতে লাগলেন। এছাড়া ডুবন্ত নৌকার যাত্রীদের উপায় ছিল না। যাত্রীদের বিজেপি তাদের নৌকায় নিয়ে, নিক। তবে দেখার, আমাদের যাত্রী বোঝাই করে বিজেপির নৌকা কতদূর যেতে পারবে? সব সময় নৌকা ভালো থাকবে, তা ভাবার অবকাশ নেই, আবেগের সঙ্গে বলেন রিপুন বরা। বেশি যাত্রী বোঝাই হলে এমনিতেই ডুবে যাবে বিজেপির নৌকা।
তিনি বলেন, দু-একজন কংগ্রেস নেতাকে নিয়ে উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে বিজেপি। বিজেপি-তো এখন কংগ্রেসিদের ভিড়, মূল বিজেপি কোথায়? প্রথমে বিজেপি নিজের দলকে ঠিক করুক, কটাক্ষ রিপুনের। বিজেপির সমালোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস সাংসদ বরা এক দীর্ঘ তালিকা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেছেন। বলেছেন ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অজন্তা নেওগ, বলিন চেতিয়া, প্রদান বরুয়া, পল্লবলোচন দাস, তরঙ্গ গগৈ, মানব ডেকা, জয়ন্তমল্ল বৰুৰা, পীযূষ হাজরিকা, রূপজ্যোতি কুর্মি, সুশান্ত বড়গোহাঁই প্রমুখ নব্যবিজেপিরা তো আদতে কংগ্রেসিই। পাশাপাশি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন রাজ্যে কতজন বিজেপি বিধায়ক আছেন তারও এক দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরেছেন তিনি।

প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে তালিবান নেতৃত্ব, সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা

কাবুল, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে বুধবার বৈঠকে বসলেন তালিবান কম্যান্ডার তথা হাক্কানি নেটওয়ার্কের প্রথম সারির নেতা আনাস হাক্কানি। আফগানিস্তানে সরকার গঠন নিয়েই তাঁরা আলোচনা করেছেন বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। কারজাইয়ের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত আফগান সরকারের দূত আবদুল্লা আবদুল্লা। তালিবানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর নাম হাক্কানি নেটওয়ার্ক। রবিবার তালিবানরা কাবুল দখল করে। পাকিস্তান সীমান্তে রয়েছে তাদের ঘাঁটি। গত কয়েক বছরে আফগানিস্তানে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের জঙ্গি হানার সঙ্গে হাক্কানি নেটওয়ার্ক যুক্ত ছিল।
দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে এখনও পর্যন্ত নিজেদের নরমপন্থী ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চাইছে তালিবান। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ বলেন, তাঁরা কারও ওপরে প্রতিশোধ নেবেন না। মহিলাদের সমান অধিকার দেবেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় থাকবে। গত ১৫ আগস্ট কাবুলে প্রবেশ করার পরেই তারা জানিয়ে দেয়, আর কোনও রক্তপাত হবে না। তারা বিজয়োতসব করবে না।
তালিবানের ওপরে আপাতত আস্থা রাখছেন ব্রিটিশ সেনাপ্রধান নিক কার্টার। তাঁর ধারণা, এবার ক্ষমতায় এসে তালিবান আগের মতো অত্যাচার করবে না। বরং যুক্তির পথে চলবে। বুধবার তিনি বলেন, তালিবানকে সুযোগ দেওয়া উচিত। তারা সরকার গঠন করুক। হয়তো দেখা যাবে, যাদের আমরা সন্ত্রাসবাদী মনে করি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা অনেক যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে। তালিবানের পক্ষ থেকেও এদিন জানানো হয়, এবার তাদের নেতারা প্রকাশ্যে আসবেন। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের রক্ষাকবচের শুনানী হল না

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের রক্ষাকবচের মেয়াদবৃদ্ধি নিয়ে শুনানী হল না। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে এ ব্যাপারে তাঁর আর্জি নিয়ে শুনানীর কথা ছিল। যদিও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে না। জয়প্রকাশ মজুমদারের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তোলেন অরূপরতন রায় নামে এক ব্যক্তি। বিধাননগর উত্তর থানায় তিনি এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ রুজু করেন। অরূপরতনের অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে বাগদায় ইন্ডিয়ান অয়েলের গ্যাস-সংযোগের লাইসেন্স পাইয়ের দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন। অভিযোগকারী জয়প্রকাশবাবুর বাড়ি গিয়ে টাকাও দিয়ে আসেন। থানায় অভিযোগ দায়েরের খবর পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এই বিজেপি নেতা। গ্রেফতারি এড়াতে রক্ষাকবচের আর্জি জানান।
জয়প্রকাশবাবু আশঙ্কা করছিলেন, পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মামলায় ফাঁসাতে পারেন। কলকাতা হাইকোর্ট সাতদিনের জন্য রক্ষাকবচের আর্জি মঞ্জু করে জানায়, সাতদিনের মধ্যে বিজেপি নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারবে না। মঙ্গলবার ওই রক্ষা কবচের মেয়াদ শেষ হয়।
সূত্রের খবর, জয়প্রকাশ মজুমদার আদালতের কাছে রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধির আর্জি জানান। বুধবার হাইকোর্ট তাতে সায় দেয়নি। এ ব্যাপারে 'হিন্দুস্তান সমাচার'-কে জয়প্রকাশবাবু বলেন, "রক্ষাকবচের মেয়াদ খারিজের প্রশ্ন ওঠে না। অসুস্থতার জন্য মামলার আইনজীবী আজ আসেননি। তাই শুনানী হয়নি।" তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, "এর ফলে তাঁর অস্বস্তি কয়েকগুন বেড়ে গেল।
কারণ পুলিশ যে কোনও মুহূর্তে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে।" এই মন্তব্য ভিত্তিহীন দাবি করে জয়প্রকাশবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "ওভাবে গ্রেফতার হয় নাকি? তার আগে আইনি ধাপ আছে না! আজ বিচারপতি মান্থা পাবলিক প্রসিকিউটরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেহেতু এ ব্যাপারে লিখিত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, পরবর্তী শুনানী না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া (নট টু টেক এনি কোএর্সিভ অ্যাকশন) হয়।" প্রসঙ্গত, জয়প্রকাশ মজুমদারের বিরুদ্ধে এর আগেও এই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। কয়েকজন টেট প্রার্থীর অভিযোগ করে বলেন, সুপ্রিম কোর্টে তাদের হয়ে মামলা লড়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিনিময়ে দিতে হয়েছিল লক্ষাধিক টাকা। যদিও জয়প্রকাশ মজুমদার যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম

ভুনজারদের মনসা বিশ্বাস

বাঙালি ছাড়াও এদেশে বসবাস করছে নানা জাতির মানুষ, যারা আদিবাসী নামে অধিক পরিচিত। ভুনজার তেমনই একটি আদিবাসী জাতির নাম।

এ আদিবাসী জাতিটি নিজস্ব ধারার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালন করে গড়ে তুলেছে বৈচিত্র্যময় জীবন প্রণালী। ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বসেছে রেললাইন। পাহাড় কেটে, মাটি খুঁড়ে সেই রেললাইন বসানোর কাজে ঘাম ঝরিয়েছে ভুনজারসহ অন্যান্য আদিবাসীরা। মূলত রেললাইনের কাজের সূত্র ধরেই ভারতের ঝাড়খন্ড থেকে এদের আগমন ঘটে।

দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার বহবলদিঘী ও পিপল্লা গ্রামে ভুনজারদের বসবাস। এছাড়া রাজশাহী ও নাটোরেও কিছু সংখ্যক ভুনজার রয়েছে। এ আদিবাসীদের কাছে সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক। আদিম সমাজে মানুষ বৃদ্ধির জন্যই সাপ পূজা করা হতো। সাঁওতাল, ওরাও, ভুনজারদের কাছে সাপ হলো মনসা, বিষহরি বা জিন্দাদেবতা।

দিনাজপুরের বহবলদীঘির ভুনজার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে মনসার আর্বিভাবের একটি গল্প বা কাহিনি। গোত্রপ্রধান বা মহত লবানু সিংয়ের মুখে শোনা ওই কাহিনিটি অনেকটা এরকম-

অনেক কাল আগের কথা। সওদাগর বাড়ির ছোট বউ ছিল অন্তঃসত্ত্বা। একবার সে স্নান করতে যায় পুকুরপাড়ে। সেখানে অনেকগুলো ছোট ছোট মাছ মনের আনন্দে খেলা করছিল। তা দেখে ছোট বউ আনন্দিত হয়। এরপর একটা গামছা ছাঁকা দিয়ে মাছগুলো ধরে ফেলে। ওই মাছ নিয়েই সে বাড়ি ফিরে আসে।

বাড়িতে এসে একটা মাটির হাড়িতে মাছগুলো জিইয়ে রাখে ছোট বউ। দিন কেটে রাত আসে। রাত কেটে সকাল হয়। ঘুম থেকে উঠে মাছগুলোকে কুটতে যায় সে। হাড়ি খুলে ভেতরে তাকাতেই তার চোখ কপালে ওঠে। একি! মাছ কোথায়। মাছগুলো সব সাপ হয়ে গেছে। ছোট ছোট সাপ দেখে ছোট বউ তো অবাক!

সাপগুলোকে সে মারল না। কেন যেন তার মায়া হলো। অবহেলাও করল না। বরং কাউকে কিছু না জানিয়ে সে সাপগুলোকে দুধ-কলা দিয়ে পুষতে থাকল। ছোট বউয়ের আদরে সাপেরা খুশি হয়। তারা তাদের মা মনসার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে এবং আবদার করে ছোট বউকে যেন তাদের দেশে নিয়ে আসে। মনসা বাচ্চাদের কথা ফেলতে পারলেন না। একদিন তিনি ছোট বউয়ের মাসি সেজে সওদাগরের বাড়িতে গেলেন। বাড়িতে ঢুকতেই সাওদাগরের গিন্নি বললেন, 'কে গো তুমি?'। শাঁখা, সিঁদুর, চুপড়ী, নোয়া, নথাদিপরা মাসি রূপিনী মনসাদেবী বললেন, 'বেয়ান ঠাকুরুন, আমাকে চিনবেন না, আমি আপনার ছোট বউয়ের মাসি। বোনঝিকে যত্ন-আত্তি করতে কয়েকদিনের জন্য বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

অনুমতি পেয়ে মাসি বোনঝিকে রথে চড়ালেন এবং চোখ বন্ধ রাখতে বললেন। ছোট বউ তাই করল। এক সময় সে চোখ খুলে স্থির হয়ে গেল। মস্তবড় এক বাড়ি আর চমৎকার সব আসবাব। সে বাড়িতে খেলা করছে ওই সাপগুলো, যেগুলোকে সে দুধ-কলা খাইয়েছিল।

তাদের সঙ্গে ছোট বউয়ের কয়েকটা দিন ভালোভাবেই কেটে গেল। একদিন কোন এক কারণে সাপেরা রেগে গেল তার ওপর। তারা তাকে কামড়াবার জন্য ধাওয়া করলো। সে সময় মনসাদেবী এসে ছোট বউকে বাঁচালো। তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় মনসা বলল, 'আমি তোর মাসি নই। আমি মনসা। থাকি ফনীমনসা গাছে। তুই পৃথিবীতে গিয়ে আমার পূজার কথা বলবি। শ্রাবণ মাসের পুরো সময়টা আমার মঙ্গল কাহিনি গাইবি, পূজা দিবি। তাহলে আর সাপের ভয় থাকবে না। সন্তানের জন্যও কষ্ট পেতে হবে না। কেউ কখনও বন্ধ্যা হবে না। এই ব্রত যে করবে সে পরম সুখে থাকবে। মনসার কথায় ছোটবউখুশি হয়। ফিরে এসে সে পুরো কাহিনি সবাইকে খুলে বলে এবং নিজেই প্রথম মনসা পূজা শুরু করে। মনসার আর্শিবাদে যথাসময়ে তার সুন্দর একটি পুত্রসন্তান হয়। ফলে সন্তান নিয়ে পরম সুখে দিন কাটে তার। ভুনজাররা বিশ্বাস করে কালক্রমে এভাবেই সারা পৃথিবীব্যাপী মনসার পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

বন্ধুত্বের চার প্রকার

একজন বন্ধুর জন্য কতটুকু শ্রম, মনযোগ, সময় ব্যয় করতে রাজি আছেন তা থেকেই নির্ধারণ হবে আপনার 'বেস্টফ্রেন্ড'।

দীর্ঘদিন ধরেই রেডিও ও টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠার প্রচার করে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের গ্লেন্ডা ডি. শ।

তিনি বলেন, "প্রায় এক দশক আগে নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের বসে আমি অনুভব করলাম আমি সময়টা উপভোগ করছি না। চারপাশের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম এই মানুষগুলো আমার ঠিক কাছের মানুষ নয়, আর দিন শেষে আমি একপ্রকার নিঃসঙ্গ।

ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন "আমি অনুধাবন করলাম, আমার আশপাশে অনেক মানুষ থাকার কারণে অনেক বন্ধুই হয়ত আমার আছে, তবে সেই সম্পর্কগুলো আমি সেচ্ছায় তৈরি করিনি।"

নিজের জীবনের এই উপলব্ধি থেকেই বন্ধুত্ব নিয়ে গবেষণায় নেমে পড়েন গ্লেন্ডা ডি. শ। বিভিন্ন মনস্তাত্তিক গবেষণা ঘেটে বন্ধুদের স্তর বিভাজন করেন তিনি।

শ'য়ের নতুন বই 'বেটার ইউ, বেটার ফ্রেন্ডস: আ হোল নিউ অ্যাপ্রোচ টু ফ্রেন্ডশিপ'য়ে সেগুলো তুলে ধরা হয়।

প্রয়োজনের বন্ধু

শ বলেন, "এই মানুষগুলো আপনার সবচাইতে কাছের মানুষ, আপনার বন্ধুমহলের প্রধান সদস্য। আমি আমার প্রয়োজনের বন্ধুগুলোকে খুঁজে পেয়েছিলাম একটা কাগজে নিজের জীবনের লক্ষ্যগুলো লেখার মাধ্যমে। শব্দগুলো লিখে আমি ভাবলাম আমার জীবনের কোন মানুষগুলো আমার এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের পথে সহায়তা করবে, আমাকে বিশ্বাস করবে। পাঁচজনের কথা মাথায় এলো।"

তিনি আরও বলেন, "এই মানুষগুলো আপনার সবচাইতে আস্থাভাজন মনে হবে। তাদের সঙ্গে জীবনের গভীরতম মূল্যবোধগুলো নিয়ে আপনি আলোচনা করবেন। তবে তারা সবকিছুতে আপনার সঙ্গে একমত হবে না, আর সেই মতবিরোধ থেকেই একে অপরকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবেন।"

আবেগের বন্ধু

এই বন্ধুগুলোর সঙ্গে জীবনের কোনো একটা সময়ে আপনার কিংবা এখনও একটা অনুভূতিগত বা মানসিক যোগাযোগ ছিল বা আছে। সম্পর্কটা তাদের সঙ্গে আবেগতাড়িত। জীবনের কিছু পর্ক্ষোপটে তারা গুরুত্বপূর্ণ আবার কিছু প্রেক্ষাপটে তা নয়।

"স্কুল কিংবা কলেজ জীবনের প্রথম বন্ধু, ছেলেবেলার খেলার সাথী কিংবা আপনার পাশের বাসার বন্ধু। এরা সবাই এই স্তরের। আপনার জীবনের কোনো একটা পর্যায়ের তারা ছিল গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু সময়ের স্রোতে সম্পর্কটা স্তিমিত হয়ে গেছে হয়ত।"

প্রয়োজনীয় বন্ধুদের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা বজায় রাখতে হলেও এই বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করার সময় কোনো সীমাবদ্ধতা মেনে চলার প্রয়োজন হয় না। সবকিছু নিয়ে তাদের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠা যায়, যেকোনো প্রয়োজনে আপনার একে অপরের পাশে থাকেন। এমনকি কেউ মুখ ফুটে না ডাকলেও। কিন্তু তাদের সঙ্গে প্রতিদিন আপনার আড্ডা হয় না, একে অপরের জীবনের সব খবর আপনারা রাখেন না। প্রয়োজনও নেই।

কয়েক বছর যোগাযোগ না হলেও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের গভীরতাটা থেকে যায় আগের মতোই।

সামাজিক বন্ধু

শ' বলেন, "কাজের সুবাদে, কোনো শখের কাজে গিয়ে যে মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের বন্ধু হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন সামাজিকতার একটা অংশ তারা এবং যে প্রেক্ষাপটে তাদের সঙ্গে পরিচয় সেই প্রেক্ষাপটেই তারা অবস্থান করেন।"

"যেমন সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে কাজের ফাঁকে টুকটাক আড্ডা তার বিষয়বস্তুও কর্মক্ষেত্রেরই বিভিন্ন ঘটনা। এই মানুষগুলো কাছে আপনি ব্যক্তিগত জীবনের কোনো পরামর্শ চাইতে যান না। আর তাদের সঙ্গে মেশা হয় একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি মেনে।" "তবে এই মানুষগুলোর সঙ্গে প্রতিদিনের অনেকটা সময় একসঙ্গে পার করা হয়। ফলে তাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখা হয় প্রতিদিন, যোগাযোগটা হয় নিয়মিত। তাই এই স্তরের বন্ধুরা ওপরের দুই স্তরে উঠে যেতে পারে।"

শিশুর বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন

শিশু মাতৃগর্ভে ২০ সপ্তাহ বয়স থেকেই তার অনুভূতি অর্জন করে এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এ কারণে গর্ভবতী মায়ের মানসিক দিকগুলো শিশুর ডেভেলপমেন্টে দারুণ প্রভাব ফেলে। তাই চিকিৎসকরা মাকে সব সময় স্ট্রেসমুক্ত থাকার উপদেশ দেন।

এখন আসি বই এর কথায়। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন বেশিরভাগ মানুষ ধর্মগ্রন্থ কেন পড়েন? কারণ, বহুযুগ আগে থেকেই এটা মানুষের জানা যে গর্ভাবস্থায় মা যা করেন, যা ফেইস করেন, যে পরিবেশে থাকেন তার সবকিছুর প্রভাব শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়া বা জানার দরকার হয় না। এ কারণে যে কোন ভাল বই-ই শিশুর জন্মের আগে এবং পরে বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে।

১. গর্ভাবস্থায় মায়েরা ধর্মগ্রন্থ বা গল্প পড়ে শোনান অনাগত শিশুকে। সে তার ভাব প্রকাশ করবে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন।

২. বাবারা মায়ের পাশে বসে তার অনাগত শিশুকে পড়ে শোনাতে পারেন মজার মজার গল্প। এতে আপনার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। সে আপনার গলার স্বর চিনে রাখবে তখন থেকেই।

৩. জন্মের পরও রোজ একই সময়ে মজার মজার ছবিসহ বইগুলো পড়ে শোনান শিশুদের মতো আদরের সুরে। আপনার এক্সপ্রেশনে শিশু তার যা বোঝার সব বুঝে নেবে। আপনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে বা বা বু বু আ আ জাতীয় শব্দ করে। এতে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার তৈরি হবে। আজকাল যে স্পিচ ডিলের প্রবলেম অনেকেই ফেইস করেন তা করতে হবে না। শুরুতেই বইয়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে।

৪. সব সময় কালারফুল অনেক ছবি সহকারে যে বইগুলো আছে তা নির্বাচন করুন যতদিন না শিশু অক্ষর চেনা শেখে।

৫. একই বই রোজ পড়বেন না। বেশ কিছু বই রাখুন। পড়ার আগে শিশুকে দেখান কোন বইয়ের গল্প সে শুনতে চায়।

৬. ফুল, পাখি, জীবজন্তু, মাছ এসবের গল্পগুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই এ ধরনের বই রাখতে পারেন।

৭. কখনও শিশুকে ভূত কিংবা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়ে শুনিয়ে তার ভেতর পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেবেন না।

৮. যে বইটি পড়বেন তার চরিত্রগুলো অভিনয় করে শোনান। বইয়ে বর্ণিত চারদিকের পরিবেশটা এমনভাবে বলুন যেন ঠিক তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।

৯. আজকাল বাজারে দারুণ সব ফ্লাশ কার্ড পাওয়া যায়। এ ফ্লাশ কার্ড দিয়ে শিশুকে বাংলা-ইংরেজি অক্ষরগুলো, কালার, বডি পার্টস, অ্যানিমেল বিভিন্ন জিনিস শেখানো শুরু করতে পারেন ২ বছর থেকে। একে বলে পিকচার রিডিং। শিশু যা দেখে এ বয়সে সবই ছবি আকারে দেখে এবং তা মনে রাখে। তাই খুব সহজে শিখে ফেলে খেলতে খেলতে।

১০. বই পড়া নিয়ে কখনই জোর করবেন না। তাকে আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যেমন বলতে পারেন, মা-বাবা তো পড়তে পারে না। বাবু কি একটু শেখাবে কেমন করে পড়তে হয়! কিংবা বলুন- চল চল আজকে আমরা স্কুল স্কুল খেলি। বাবু টিচার, মা স্টুডেন্ট। বুদ্ধি খাটিয়ে এমনকিছু বের করুন যেন শিশু বইয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। জোর করে কখনও নয়।

১১. বাসায় শিশুর জন্য ছোট্ট করে রিডিং কর্নার তৈরি করুন। যেখানে থাকবে মজার সব ছবিওয়ালা কালারফুল বই। গল্পের বই।

১২. রাতে ঘুমানোর আগে নিয়ম করে স্টোরি টাইম তৈরি করুন। প্রতিদিন মা অথবা বাবা এসময় শিশুকে পড়ে শোনান মজার আনন্দের সব গল্প।

১৩. রোজ একসঙ্গে বই পড়ার কারণে শিশুর সঙ্গে মা-বাবার একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হবে।

১৪. যেসব মানুষ বই নিয়ে নেতিবাচক কথা বলবে বুঝবেন এরা তর্কের উর্ধে। উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর চেষ্টা না করে নিজের কাজটি চালিয়ে যান। এরা কখনও বুঝবে না। তাই এড়িয়ে চলুন।

১৫. শিশুকে যে কোন জিনিস কিনে দিলে সঙ্গে একটি বই অবশ্যই কেনার অভ্যাস করুন। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসে, জন্মদিনে জামা কাপড়, খেলনার সঙ্গে বইও কিনুন।

১৬. বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা যেমন নেন ঠিক তেমনি শিশুর জন্য কিশোর-পত্রিকা রাখুন। কমিকস রাখুন। মনে রাখবেন প্রতিটি ভাল অভ্যাস পরিবার থেকেই আসে।

বই এমন এক জিনিস যা মানুষের ভেতর তৈরি করে শত শত শব্দ ভাণ্ডার। তৈরি করে কল্পনাশক্তি। একটি ভাল বই পড়ার সময় বইয়ের চরিত্রগুলো, পরিবেশ সবকিছু ব্রেইন একটা ভিজুয়াল মুভির মতো করে চোখের সামনে উপস্থাপন করে যা আর অন্য কোন মাধ্যম করতে পারে না। এতে করে তৈরি হয় কল্পনাশক্তি। বই মানুষের মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ করে। মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে শেখায়।

আমরা যারা বই পড়ে বড় হয়েছি তারা জানি বই কতটা আনন্দের। আজকাল শিশু-কিশোরদের উপযোগী নানা গেজেট বা ট্যাবলেট কম্পিউটার পাওয়া যায়, সেসবে খুঁজে নিতে পারেন অনলাইন বুক রিডিং সাইটগুলো। মায়ের দুধের বিকল্প যেমন কিছু হতে পারে না ঠিক তেমনি বইয়ের বিকল্প আর কোনকিছু হতে পারে না। নিজে বই পড়ুন, শিশুকে বই পড়তে উৎসাহ দিন।

যে খাবার আয়ু বাড়াতে পারে

দীর্ঘ সুস্থ জীবন পার করতে সহায়তা করতে পারে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। আর এই উপাদানের উৎস সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছ।

আর গবেষকদের মতে, খাবার তালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দিয়ে পুষ্টিকর কিছু খাবার যোগ করে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু অর্জন করা সম্ভব। তৈলাক্ত মাছ খাওয়া পাঁচ বছর আয়ু বাড়ায় 'দ্য আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশন' জার্নালে স্পেনের 'হসপিটাল ডেল মার মেডিকেল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (আইএমআইএম)' ও 'দ্যা ফ্যাটি অ্যাসিড রিসার্চ ইন্সটিটিউট'য়ের সমন্বয়ে করা গবেষণার প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড মৃত্যুর ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে।

গবেষকদলটি 'ফ্রেমিং অফস্প্রিং কোহোর্ট' নামে একটি দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা চালায়। যেখানে ১৯৭১ সাল থেকে ম্যাসাচুসেটস শহরের অধিবাসীদের ৬৫ বছর বয়স্ক ২,২৪০ জন মানুষের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে করা হয়। এবং এই পর্যবেক্ষণের সময়কাল ছিল গড়ে প্রায় ১১ বছর।

প্রেমের প্রথম সাক্ষাতে যে ভুলগুলো প্রায়ই হয়

প্রথম সাক্ষাতে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করার কোনো মানে নেই। হবু সঙ্গী হোক কিংবা প্রেম-প্রথম দেখা করার অভিজ্ঞতাটা বিব্রতকর হতে হবে এমনটা হওয়া জরুরি নয়। প্রথম সাক্ষাৎটা কেমন হলো তা নির্ভর করে দিনশেষে অপরজনের কাছে নিজের কেমন ধারণা রেখে এলেন তার ওপর।

আর সেজন্য কিছু সাধারণ ভুল যেন না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

'রেডবুক ম্যাগাজিন'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো সেই ভুলগুলো সম্পর্কে।

নিজের সম্পর্কে বেশি বলে ফেলা: কথোপকথনে সবসময়ই দুই পক্ষের অংশগ্রহণ থাকাটা জরুরি। আর নিজের সম্পর্কে বলার সময় এটাও খেয়াল রাখা দরকার, সামনে বসে থাকা মানুষটা সম্পর্কেও জানতে চাওয়া উচিত। তাই চেষ্টা করতে হবে নিজের সম্পর্কে বলা আর অপরজনের সম্পর্কে প্রশ্ন করার মধ্যে ভারসাম্য রাখা। কারণ নিজের সম্পর্কেই যদি কেউ অনর্গল বলে যায় তবে অপরপক্ষ বিরক্ত হতে পারেন, আলোচনা আগ্রহ হারাতে পারেন।

মনযোগ ফোনে: কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যদি খেয়াল করেন ওই মানুষটার মনযোগ ফোনের দিকে তবে সবারই কমবেশি বিরক্তি আসবে। প্রতিটি মানুষেরই উচিত একে অপরের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য যদি ফোনে নজর রাখতে হয়ে তবে দেখা করতে আসা মানুষটিকে তা আগেই জানিয়ে রাখুন। আপনি যদি কারও সঙ্গে পরিচিত হতে চান তবে ওই মানুষটা আপনার সম্পুর্ণ মনযোগ পাওয়া উচিত।

প্রশ্ন না করা: দুটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে আলাপ জমাটা অত্যন্ত জরুরি। আর আলাপ জমানোর জন্য একে অপরকে প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন করার মানে হল ওই মানুষটা সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে। মনে রাখতে হবে আপনি যেমন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় বের করেছেন, ওই ব্যক্তিটাও আপনার জন্য সময় বরাদ্দ করেছে।

দেরিতে যাওয়া:— প্রথম সাক্ষাতের দিনে তাকে অপেক্ষায় রাখলে সেটা মোটেও ভালো ধারণা তৈরি করবে না। দেরিতে গেলে আপনার অপেক্ষায় থাকা মানুষটা মনে করবে তার কাছে আপনার সময়ের মূল্য নেই। ফলে শুরুতে আপনার প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। কোনো অনিবার্য কারণে যদি দেরি হয়েই যায় তবে অপেক্ষমান মানুষটাকে জানিয়ে দিন এবং পৌঁছানোর পর ক্ষমা প্রার্থণা করুন।

পুরানো সম্পর্কের গল্প বলা:— অতীত সবারই থাকে। তবে কারও সঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরির উদ্দেশ্যে দেখা করার মানে হলো আপনি অতীতকে পেছনে ফেলে সামনে এগোতে চান। কিন্তু সামনের এগোনোর সেই প্রক্রিয়ায় যদি প্রাক্তনদের গল্প নিয়ে বসেন তবে তা মোটেও সুখের হবে না। প্রাক্তন সম্পর্কের ক্ষত না শুকানো পর্যন্ত নতুন সম্পর্কের চেষ্টা করা উচিত নয়।

কৌশলের নাম স্কিউয়ার

আগের দুই সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ট্যাকটিক পিন নিয়ে। পিনের কাছাকাছি আরেকটি কৌশল স্কিউয়ার। পিন রপ্ত করে ফেলতে পারলে এবার স্কিউয়ারটা দখলে আনার চেষ্টা করা যেতে পারে। তাই এ সংখ্যায় আলোচনা করা হলো স্কিউয়ার নিয়ে।

স্কিউয়ার আর পিনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। পিনে যেমন একই লাইনে একাধিক ঘুঁটি হুমকিতে পড়ে, স্কিউয়ারেও তা-ই। তবে স্কিউয়ারে যে ঘুঁটিটা মূলত আক্রান্ত হয়, সেটি বেশি শক্তির হয়। আর তার পেছনে যে ঘুঁটি থাকে, তার শক্তি হয় তুলনামূলক কম। একটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে ছবি ১-এ। সাদার হাতি কালোর নৌকার ওপর আক্রমণ করে আছে। কালো যদি নৌকা বাঁচাতে চায়, তবে তার ঘোড়া খোয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ঘুঁটির মূল্য বেশি (নৌকার পয়েন্ট ৫ এবং ঘোড়ার পয়েন্ট ৩)। এ অবস্থাকেই বলে স্কিউয়ার।

স্কিউয়ারটা কখনো কখনো পিনের মতো মনে হতে পারে। পার্থক্যটা দেখা যেতে পারে ছবি-২ আর ছবি-৩-এ। এখানে যদি সাদার নৌকা চাল দেওয়া হয় -এ, তাহলে ছবি ২-এ প্রধানত আক্রান্ত হয় কালোর নৌকা, আর ছবি ৩-এ আক্রান্ত হয় কালোর ঘোড়া। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে পিন, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে স্কিউয়ার। আশা করা যায় স্কিউয়ার আর পিনের পার্থক্য এখান থেকে পরিষ্কার হবে।

সাধারণভাবে কোনো ঘুঁটি স্কিউয়ারে আক্রান্ত হলে অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ঘুঁটিটা সরিয়ে নেন কম মূল্যের ঘুঁটি বিসর্জন দিয়ে। তবে সব সময় তা করা সম্ভব হয় না।

স্কিউয়ার ব্যবহার করে শুধু অল্প মূল্যের ঘুঁটি খাওয়া যায় তা নয়, খেলায় খুব গুরুত্বপূর্ণ টার্ন নেওয়াও সম্ভব এই ট্যাকটিকের মাধ্যমে। যেমন দেখানো হয়েছে, ছবি ৪-এ। এখন সাদার চাল। যদিও কালোর রাজা উন্মুক্ত অবস্থানে আছে, তবু পয়েন্টের হিসাবে সাদা এক নৌকা (৫ পয়েন্ট) পিছিয়ে আছে। এখন সাদা যদি তার -এর নৌকা -তে চালে, তাহলে কালোর রাজা চেকে পড়বে। শুধু চেকেই নয়, একই সঙ্গে স্কিউয়ারও হবে। চেক কাটাতে রাজাকে সরতেই হবে। ফলে কাটা পড়বে -এর কালো নৌকা। অপরদিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, শুধু স্কিউয়ারই হচ্ছে না, একই সঙ্গে -এর সাদা হাতি -এর কালো নৌকাকে পিন করে রেখেছে। এখন চাইলেও কালো -এর ঘোড়াকে সরাতে পারবে না। অর্থাতসাদা চালের মাধ্যমে খেলা মোটামুটি নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারে।

ছবি ৫-এ দেখা যেতে পারে স্কিউয়ারের আরেকটা উদাহরণ। সাদা হাতি স্কিউয়ার করেছে। কালো মন্ত্রী বাঁচাতে গেলে কাটা পড়বে তার নৌকা। তবে নৌকা কাটা পড়লেও যাতে সাদার হাতিটা কাটা যায়, সে জন্য এমন কোনো একটা চাল দিতে পারে কালোর মন্ত্রী। তারপরও সাদার উচিত হবে কালোর নৌকা খাওয়া। কারণ, হাতির (৩ পয়েন্ট) বিনিময়ে কালোর কাটা পড়ছে বেশি পয়েন্টের নৌকা (৫ পয়েন্ট)।

স্কিউয়ারের এসব উদাহরণ থেকে একটা ব্যাপার নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে। পিনের সমগোত্রীয় হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্কিউয়ারের পার্থক্য আছে। পিন করার উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষের ঘুঁটিটা নিষ্ক্রিয় করে রাখা এবং সুবিধামতো সময়ে ঘুঁটিটা কেটে নেওয়া। অপরদিকে স্কিউয়ার করে আসলে তখনই প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য ঘুঁটিটা খেয়ে নিতে হয়।

আরেকটা কথা, পিন করতে হলে আক্রান্ত ঘুঁটির চেয়ে পিনড হওয়া ঘুঁটি কমবেশি শক্তির হতে হয়। কিন্তু স্কিউয়ার করতে আক্রান্ত ঘুঁটির পয়েন্ট শুধু বেশি নয়, এমনকি সমানও হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ছবি ৬-এ এমন একটা অবস্থাই দেখানো হলো। এখন সাদার চাল। সাদার জন্য মোক্ষম চাল হলো। এতে কালোর নৌকা স্কিউয়ারে পড়ে। দুটো নৌকাই যেহেতু স্কিউয়ারে আছে, তাই সাদার হাতির বিনিময়ে অন্তত একটা কালো নৌকা কাটা পড়বে। পরপর কয়েক সংখ্যায় ডাবল অ্যাটাকের নানা রকমফের নিয়ে আলোচনা করা হলো। দাবা খেলার কৌশলে ডাবল অ্যাটাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এগুলো আয়ত্তে আনা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটা চাল দেওয়ার সময় এসব কৌশল ব্যবহারের সুযোগ আছে কি না, দেখতে হবে। অভ্যাস হয়ে গেলে প্রতিটি ঘুঁটির সম্ভাব্য সব চাল এবং সেসব চালে এসব কৌশল ব্যবহারের সুযোগ আছে কি না, আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। ভালো দাবাড়ু হতে হলে আপনাকে অবশ্যই কয়েক চাল ভাবতে হবে। তবে শুরুতে কৌশলগুলো ঠিকমতো আয়ত্তে আনতে বারবার এবং প্রতিটি চালেই এগুলো ব্যবহারের চেষ্টা করুন।

আফগানিস্তানে রক্ষীর কাজে গিয়ে বিপদের মুখে কার্শিয়াংয়ের ২ বাসিন্দা, উদ্বিগ্ন পরিবার

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : আফগানিস্তানে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতে গিয়ে কার্শিয়াংয়ের ২ বাসিন্দা নিজেরাই পড়লেন চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতায়। এই মুহুর্তে তাঁরা তালিবানের কবজায়। আটকে পড়েছেন আফগানিস্তানে। শেখর গুরুং ও সুনীল সুববা নামে এরকম দু''জনের খোঁজ পেয়েছে জেলা প্রশাসন। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধারের সবরকম চেষ্টা চলছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর।গত জুলাই মাসে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন কার্শিয়াংয়ের বাসিন্দা শেখর গুরুং। পেশার স্বার্থেই ''কাবুলিওয়ালা''র দেশে যাওয়া তাঁর। সেখানেই বছর খানেক ধরে কাজ করছিলেন। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল একমাত্র ইন্টারনেট। কখনও হোয়াটসঅ্যাপ কলে কথাবার্তা হতো। কিন্তু কয়েকদিন ধরে আর শেখর গুরুংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না পরিবারের সদস্যরা। তারপর খবরে দেখেন, আফগানিস্তানে কীভাবে তালিবানি শাসন কায়েম হচ্ছে। তাতেই চিন্তা বাড়ে পরিবারের। প্রায় ঘুমহীন রাত কাটাচ্ছেন তাঁরা। কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারছেন না।

একই পরিস্থিতি কার্শিয়াংয়ের সুনীল সুব্বার পরিবারেরও। সুনীল সুব্বার সঙ্গে গত সোমবার যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন তাঁর আত্মীয়রা। তারপর থেকে আর যোগাযোগ নেই। সুনীল রয়েছেন কাবুলে। আর সেখানে এই মুহূর্তে কার্যত তাণ্ডব চালাচ্ছে তালিবান। আফগানিস্তানে এখন সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তার বলাই নেই। আর বাইরে থেকে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের যে কী অবস্থা, তা অনুমান করে শিউড়ে উঠছেন পরিবারের সদস্যরা। কার্শিয়াংয়ের ২ বাসিন্দা কাবুলে আটকে থাকার খবর পেয়েই উদ্ধারে তৎপর প্রশাসন। কার্শিয়াংয়ের জেলাশাসক এস পুণ্যবালাম জানিয়েছেন, এসব পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের নিরাপদে ফেরানোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আফগানিস্তান নিয়ে ফের তথাগত রায়ের মন্তব্যে বিতর্ক

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : আফগানিস্তান নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের মন্তব্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বুধবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "যেই আমি সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে'র প্রশংসা করেছি অমনি কিছু স্বল্পবুদ্ধি 'সেকুলার' বিশ্বপ্রেমের আবেগের জোয়ারে ভাসতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আলী সাহেব ব্যতিক্রমই ছিলেন, নিয়ম নয়। নিয়ম তারাই, যারা সোয়া কোটি হিন্দুকে, সেই সঙ্গে আলী সাহেবকেও, পূর্ববাংলা থেকে তাড়িয়েছে।" প্রতিক্রিয়ায় বিনীতা মিত্র লিখেছেন, "আপনার মত মানুষের সমস্যা হল, অতীতের দুঃস্বপ্ন আপনারা বর্তমানের পথ চলার পাথেয় করে নেন,এবং স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে সমাজের ধমনীতে অনবরত বিষ ঢোকাতে থাকেন। ইসরায়েল বা ইহুদীরাও তো চাইলে জার্মানির সঙ্গে চিরশত্রুতা বজায় রাখতে পারত। কিন্তু তারা অতীতে আটকে নেই।" তথাগতবাবু সেই টুইট ফেসবুকে এনে জবাবে লিখেছেন, "কিন্তু তারা ঘটনাটা লুকিয়ে রাখে নি। এরকম বিচিত্র আচরণ পৃথিবীর আর কোথাও দেখি বা শুনি নি, যেখানে অত্যাচারের বলি যারা হয়েছে তারাই সেটা লুকোবার চেষ্টা করেছে। জর্জ সান্টিয়ানা বলেছিলেন, যারা নিজেদের অতীত ভুলে যায়, তা পুনরায় হলে তাদের নিন্দায়করা উচিত। আমি বয়সের জন্য কোনো অতিরিক্ত সুবিধা দাবী করি না। মঙ্গলবার বেশি রাতে তিনি টুইটে লিখেছিলেন, "আফগানিস্তানের বামিয়ানে (আদি নাম ব্রহ্মযান) যখন বিশালকায় বুদ্ধমূর্তি তালিবানরা কামান দেগে উড়িয়ে দেয় (কারণ ইসলামে মূর্তি বারণ) তখনও এরা চুপ করে ছিল। কারণ এদের কোনো জাত নেই, শুধু নোংরা ধান্দা আছে।" হিন্দুস্থান সমাচার

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে নবান্নের সামনে শিক্ষক বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : বেতনবৃদ্ধির দাবিতে বুধবার দুপুরে নবান্নের সামনে শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চের বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড হয়।বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বুধবার আচমকাই রাজ্যের প্রশাসনিক ভবনের সামনে হাজির হন। মঞ্চের সদস্যদের পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়।

বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। তাঁদের অভিযোগ, এখন যে টাকা তাঁদের দেওয়া হচ্ছে, তা দিয়ে সংসার চলে না। বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও তাঁদের দিতে হবে।বেতন বৃদ্ধি-সহ নানা সুযোগ-সুবিধার দাবিতে বুধবার নবান্ন থেকে সভাঘর থেকে ১০০ মিটার দূরে বিক্ষোভ দেখান শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, মাত্র ১০ হাজার টাকা দিয়ে সংসার চলে না। তাছাড়া শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এক প্রতিবাদী শিক্ষিকা জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষা নীতি তাঁদের কার্যকরে তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এই নীতি অবলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। নবান্নের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কেউ কেউ শুয়ে প্রতিবাদ দেখান। তাঁদের হাতে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নামে নিখোঁজ পোস্টার।

মঙ্গলবার একই কারণে তেতে উঠেছিল বিকাশভবন চত্বর। অভিযোগ, দাবি-দাওয়া নিয়ে একাধিকবার তারা বিকাশভবন ও শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাত্য বসুর দেখা পাননি। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁরা দেখা করতে পারছেন না।উল্লেখ করা যেতে পারে, একই বিষয়ে কিছুকাল আগে বিধানসভা ভবনের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। এবার পৌঁছে গেলেন নবান্নের দুয়ারে। দীর্ঘদিন ধরে বেতন কাঠামো উন্নতি-সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন করছে এসএসকে, এমএসকে, প্রাণীমিত্র, পার্শশিক্ষক-সহ মোট ১৩টি সংগঠনের তৈরি শিক্ষক ঐক্য মুক্তমঞ্চ। জানুয়ারিতে একাধিক প্রতিবাদমূলক কর্মসূচি করেছেন তাঁরা।নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগে গত ১ আগস্ট ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান এসএসসি চাকরিপ্রার্থীরা। গত ৯ আগস্ট এসএসএলটি (নবম-একাদশ) চাকুরী প্রার্থীদের সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের পাঁচ নম্বর গেটের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। পুলিশ টেনে-হিঁচড়ে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। গত ৩ ফেব্রুয়ারি বিকাশ ভবন অভিযান করে শিক্ষক ঐক্য মঞ্চ।

যদিও তাঁদের করুণাময়ীতেই আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষকদের ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশের বাধা পেরিয়ে মিছিল এগোতে চাইলে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি চলে। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে অডিটের ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : "সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে যত বেনামি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সব অডিট হবে।" বুধবার এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু অধিকারীর নিয়ন্ত্রণে থাকা কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের অডিট আটকে দিয়েছে হাই কোর্ট। কিন্তু আইন মেনেই রাজ্যের সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কে অডিট হবে বলে এ বার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার তিনি বলেন, "সরকার চাইলে সরকারি ব্যাঙ্কের অডিট করাতেই পারে। আইন মেনেই অডিট হবে।"

মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মমতা। সেখানে সমবায় ব্যাঙ্কে অডিটের ঘোষণা করেন তিনি। মমতা বলেন, "সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে যত বেনামি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সব অডিট হবে। অডিট করতে তো কেউ বারণ করেনি। সরকার চাইলে সরকারি ব্যাঙ্কে অডিট করাতেই পারে। বেনামে অ্যাকাউন্ট খুলে হাজার হাজার কোটি টাকা জমা করে রাখলাম, কেউ জানতেও পারল না, চলবে না। আইনি পদ্ধতিতেই অডিট হবে।"

বেনামি সম্পত্তি চোখে পড়লেই সরকারের খাতায় ঢুকিয়ে নেওয়া হবে বলেও জানান মমতা। তাঁর কথায়, "বেনামি অ্যাকাউন্ট আছে, অথচ হিসেব নেই। তাই বেনামি অ্যাকাউন্ট পেলেই সরকারি খাতায় চলে আসবে। ওই টাকা সরকারের কোষাগারে জমা পড়বে। অবস্থা বুঝে কোথাও সদয় হতে হয় সরকারকে। মানুষের স্বার্থে আবার নির্দয়ও হতে হয়। বেনামি টাকা এক জন ব্যক্তি কেন ভোগ করবেন। মানুষ ভোগ করবেন। ওটা সরকারের টাকা। সামাজিক প্রকল্পে মানুষের জন্য ওই টাকা ব্যবহার করা হবে।"

পূর্ব মেদিনীপুরের একাধিক সমবায় ব্যাঙ্কে অধিকারী পরিবারের প্রভাব ছিল। তিন দশক ধরে এই প্রভাব বর্তমান। কিন্তু তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি-তে যাওয়ার পর থেকেই সমবায় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন পদ থেকে শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর অনুগামীদের সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলতে থাকে তৃণমূল। তার মধ্যেই উঠে আসে দুর্নীতির প্রসঙ্গ। যেখান থেকে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার বিশেষ অডিটের নির্দেশ দেয়। কিন্তু কলকাতা হাই কোর্টে রাজ্যের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন শুভেন্দু। তাতে অডিটে স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। সেই সময় বিচারপতি শম্পা সরকার বলেন, "রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নিয়মিত অডিট রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। তাই এখন নতুন করে আর স্পেশাল অডিটের কোনও দরকার নেই।"এর পর কাঁথি কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সভাপতি পদ থেকে সরানো হলেও শুভেন্দু এখনও কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানই রয়েছেন। তার মধ্যেই সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কে অডিটের ঘোষণা করলেন মমতা। কিন্তু হাই কোর্ট স্থগিতাদেশ দেওয়ার পরেও অডিট করাতে গেলে বাধা আসতে পারে কি, মমতার ঘোষণার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "আদালত বিশেষ ভাবে অডিটের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে অডিট যেমন হয়, হতেই পারে। অন্য সমবায় ব্যাঙ্কে আবার বিশেষ অডিট করাতে গেলে হয়তো পৃথক ফল হবে না।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আফগানিস্তান জুড়ে বাড়ছে তালিবান বিরোধী আন্দোলন

কাবুল, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তান জুড়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে তালিবান বিরোধী আন্দোলন। জালালাবাদের পূর্ব দিকে ইতিমধ্যেই তালিবান বিরোধী আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। যার মধ্যে খোস্ত প্রদেশে সবচেয়ে বেশি তালিবান বিরোধী আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর , মঙ্গলবার থেকে খোস্ত প্রদেশে তালিবান বিরোধী আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। এমনকি, খোস্ত প্রদেশে তালিবানের পতাকা নামিয়ে সেখানে আফগানিস্তানের পতাকা ওড়াতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। এরপরই জালালাবাদেও শুরু হয় তালিবান বিরোধী আন্দোলন। যার জেরে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় তালিবান। জঙ্গিদের গুলিতে ৩ জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। আহত হন ১০০-রও বেশি। একই পরিস্থিতি থাকে বুধবারও। তালিবানের পতাকা সরিয়ে জাতীয় পতাকা তুলতে গেলে জালালাবাদের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। এরপরই বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় তালিবান।

এদিকে আফগানিস্তান থেকে যাঁরা পালাতে শুরু করেন, তাঁদের আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডার মতো পশ্চিমী দেশগুলিতে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের আবেদন অনুযায়ী, গৃহহীন আফগানদের শরণার্থী শিবিরে রাখা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে গৃহহারাদের কিছুতেই সাময়িকভাবে বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে ঢাকা। মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের নিয়ে বিপর্যস্ত বাংলাদেশ। তাই নতুন করে আর কোনও শরণার্থীকে তাঁরা আশ্রয় দিতে পারবে না বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬৪৬

কলকাতা,১৮ আগস্ট (হি. স.): প্রতিনিয়ত রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে ফের ৬০০- র উপরে উঠলো করোনা গ্রাফ। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৬৪৬ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬৪৬ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৪০,২৫৮। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৩২৫। অপরদিকে একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৬০। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,১২,২১৮। যার জেরে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.১৮ শতাংশ। মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০১,৬৪,৯৪,০৭৭। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

'বেহিসেবি খরচ' কমাতে মন্ত্রীদের কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : করোনার আবহে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র থেকে টাকা আসছে না। রাজ্যের বকেয়া টাকাও দিচ্ছে না কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের কয়েকটি দফতরের খরচ নিয়ে অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীর কাজেও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অরূপ রায়, মলয় ঘটক এবং সৌমেন মহাপাত্রের দফতর নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, বেহিসেবি কোনও খরচ করা যাবে না। বড় কোনও অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অনুমতি নিতে হবে। রাজ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরই একের পর ধাক্কা এসেছে নবগঠিত রাজ্য সরকারের সামনে। করোনা, ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের মতো বড় ক্ষতি সামলানোর আগেই দক্ষিণবঙ্গে বন্যা। সবমিলিয়ে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব সঙ্গীন। এর সঙ্গে রাজ্যে চলছে একাধিক জনমুখী প্রকল্প। ফলে রাজ্যের ঘাড়ে আর্থিক বোঝা অনেক বেশি।

সূত্রের খবর, রাজ্যের কয়েকটি দফতর এসবের তোয়াক্কা না করেই বেহিসেবি খরচ করছে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে একাধিক দফতর রয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজন মন্ত্রীর কাজেও অসন্তুষ্ট তিনি। জানা যাচ্ছে, তাঁদের খরচে রাশ টানার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এমনকি বড় কোনও প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের আগে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অনুমতি নিতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অবৈধ নির্মাণ রুখতে আরও তৎপর কলকাতা পুরসভা

কলকাতা,১৮ আগস্ট (হি. স.): একেই করোনা আতঙ্কে নাজেহাল সকলে। এই পরিস্থিতির মাঝেই প্রতিনিয়ত ও অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠছে খাস কলকাতায়। অবৈধ নির্মাণ রুখতে আরও তৎপর কলকাতা পুরসভা। বিভিন্ন সময় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়েছে অবৈধ নির্মাণ। যার জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সেই সমস্যা মেটাতে আরও তৎপর কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এবার থেকে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে কি না সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে রাখবে বরোর একজিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারা। অভিযোগ পেলেই বাড়ির মালিক অথবা প্রোমোটারকে আইনি নোটিস পাঠাতে হবে। আর যদি কাজ না হয় অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৬.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল ভানুয়াতু, সুনামির সতর্কতা জারি

পোর্ট ভিলা, ১৮ আগস্ট (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ভানুয়াতুতে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৮। তীব্র ভূমিকম্পের পরই সুনামির সতর্কতা জারি করেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র। এই ভূমিকম্পে এখনও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ভানুয়াতুর পোর্ট-ওলরির উপকূলের কাছে ৬.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছেন, ৬.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পোর্ট-ওলরির ১৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৯১ কিলোমিটার (৫৬ মাইল) গভীরে। এর আগে ইউএসজিএস জানিয়েছিল, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.১, পরে জানানো হয় ৭.১ নয়, ৬.৮। ভূমিকম্পের পরই উপকূলে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়।

সুপ্রিম ধাক্কা, অনিল দেশমুখের আর্জি খারিজ শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। বম্বে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনিল দেশমুখ, বুধবার অনিলের সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। দুর্নীতি মামলায় অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর দায়ের করা এফআইআর বাতিল করতে অস্বীকার করে বম্বে হাইকোর্ট। এরপর বম্বে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন অনিল দেশমুখ। বুধবার তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

এদিকে, আর্থিক তছরুপ মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে সমন পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কিন্তু, আপাতত হাজিরা দেওয়া থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন অনিল দেশমুখ। বুধবার অনিল দেশমুখের হয়ে ইডি-র কাছে অব্যাহতির আবেদন জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী ইন্দেরপাল সিং। ইডি-র পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। অনিল দেশমুখের আইনজীবী ইন্দেরপাল সিং জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে যতক্ষন না পর্যন্ত আমাদের মামলার শুনানি হচ্ছে, ততক্ষন ইডি-কে অপেক্ষা করার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি।

গুয়াহাটিতে মহিলা সহ বমাল দুই ড্রাগস কারবারি গ্রেফতার. বাজেয়াপ্ত বহু লক্ষ টাকার হেরোইন

গুয়াহাটি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : গুয়হাটিতে বহু লক্ষ টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার করা হয়েছে দুই ড্রাগস কারবারিকে। ধৃতদের মধ্যে এক মহিলা রয়েছে। রাজ্য পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার সেন্ট্রাল গুয়াহাটি জেলা পুলিশের এক দল পানবাজার থানাধীন লাখটকিয়া এলাকার এসএস রোডে অভিযান চালিয়ে বহু পরিমাণের নেশাদ্রব্য হেরোইনের সঙ্গে এক বিবাহিতা স্বল্পবয়সি মহিলা এবং এক যুবককে আটক করেছে। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, ড্রাগস কারবারি দুজনের একজন বরপেটা জেলার বড়ভিটা গ্রামের জনৈক সাহেদ আলির ছেলে মেহবুব আলি এবং অপরজন কোকরাঝাড় জেলার গোসাঁইগাঁও থানার ১ নম্বর টেংলাভিটা গ্রামের জনৈক রকিবুল ইসলামের পত্নী রংমলা বেগম। তাদের হেফাজত থেকে দুটি সাবান কেসে ভরতি হেরোইন, হেরোইন ভরতি ৯৯টি প্লাস্টিকের কৌটা, ৩০০টি খালি প্লাস্টিকের কৌটা, নগদ এক লক্ষ এক হাজার টাকা এবং তিনটি সিম ভরতি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

সপরিবার আশরফ গনিকে আশ্রয় দিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি

কাবুল, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : তালিবানরা আফগানিস্থান দখল নেওয়ার তিন দিন আগে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি। তালিবানরা দখলে নেওয়ার পর থেকে আর খবর মেলেনি তাঁর। এ বার জানা গেল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আশ্রয় নিয়েছেন প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি। মানবাধিকার স্বার্থে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে সে দেশের সরকার। বুধবার সন্ধ্যায় আমিরশাহির বিদেশ মন্ত্রক গনিকে আশ্রয় দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিদেশ দফতর এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ মানবিকতার স্বার্থে আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি এবং তাঁর পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছে।" রবিবার তালিবানরা কাবুল দখল করে। পাকিস্তান সীমান্তে রয়েছে তাদের ঘাঁটি। গত কয়েক বছরে আফগানিস্তানে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের জঙ্গি হানার সঙ্গে হাক্কানি নেটওয়ার্ক যুক্ত ছিল। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে এখনও পর্যন্ত নিজেদের নরমপন্থী ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চাইছে তালিবান। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ বলেন, তাঁরা কারও ওপরে প্রতিশোধ নেবেন না। মহিলাদের সমান অধিকার দেবেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় থাকবে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

অসমে প্রশাসনিক স্তরে ফের রদবদল, ছয় আমলাকে বদলি

গুয়াহাটি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : অসমে প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বেশ কয়েকজন জেলাশাসক, সচিব সহ রাজ্যের ছয় শীর্ষ আমলাকে বিভিন্ন পদে বদলি করা হয়েছে। রাজ্যের পার্সোনাল (এ) বিভাগ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ছয় শীর্ষ আমলাকে বিভিন্ন পদে বদলি করেছে। রাজ্যের দক্ষতা বিকাশ, শিল্পোদ্যোগ, অসম দক্ষতা বিকাশ বিভাগের মিশন অধিকর্তা তথা গুয়াহাটির অসম প্রশাসনিক স্টাফ কলেজের অধিকর্তা বর্ণালী ডেকা (আইএএস) কোকড়াঝাড়ের জেলাশাসক পদে বদলি হয়েছেন। কোকড়াঝাড়ের বর্তমান জেলাশাসক মেঘনিধি দাহাল (আইএএস)-কে একই পদে শিবসাগর জেলায় বদলি করা হয়েছে। শিবসাগরের জেলাশাসক বিষ্ণুকমল বরাকে রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের যুগ্মসচিব এবং ওই বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের যুগ্মসচিব তথা ওই বিভাগের অধিকর্তা অনুপম চৌধুরীকে হোজাইয়ের জেলাশাসক করে পাঠানো হয়েছে। হোজাইয়ের জেলাশাসক সদনেক সিং (আইএএস)-কে তাঁর নতুন নিযুক্তির জন্য পার্সোনাল বিভাগে 'রিপোর্ট' করতে বলা হয়েছে। এছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ঘনশ্যাম দাসকে সমাজকল্যাণ দফতরের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

তিনদিনে ৩০ লক্ষ আবেদন শুধু লক্ষীর ভাণ্ডারে, জানালেন মমতা

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর বুধবার নবান্নে প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নিয়ে "দুয়ারে সরকার" ও "পাড়ায় পাড়ায় সমাধান" নিয়ে আলোচনা করেন। গত ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে এই সব শিবির। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনদিনে ৩০ লক্ষ আবেদন শুধু লক্ষীর ভাণ্ডারে। মাত্র দু''দিনেই ৪৬ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে দুয়ারে সরকারে। মোট ২২,০০০ শিবির হবে রাজ্যজুড়ে, দু''দিনে ৯০০ শিবির হয়েছে। এদিকে, কে আগে ঢুকবে? বুধবার নির্দিষ্ট সময়ে গেট খুলতেই শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। "দুয়ারে সরকার" শিবিরে চরম বিশৃঙ্খলা। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে জখম কমপক্ষে ১৫ জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহে।বিধানসভা ভোটের আগে মহিলাদের "হাতখরচ" দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকল্পের নাম, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার"। জেলায় জেলায় "দুয়ারে সরকার" শিবির থেকে এই প্রকল্পের ফর্ম বিলি করা হচ্ছে। রাজ্যের সর্বত্র শিবিরগুলিতে মানুষের ঢল নেমেছে। কেউ রাতভর লাইনে দাঁড়াচ্ছেন, তো কোথাও আবার ভোর থেকেই লম্বা লাইন! আর তাতেই ঘটল বিপত্তি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দিলীপ ঘোষকে খোলা চিঠি রুপা ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.): একুশের বিধানসভা ভোটের আগেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেত্রী রুপা ভট্টাচার্য। এরই মাঝে গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে রাজনীতি থাকে সরে দাঁড়িয়েছেন রুপা ভট্টাচার্য। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি """চিনি না""" বলে মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। আরে এরপরেই বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দিলীপ ঘোষকে খোলা চিঠি লিখেন রুপা ভট্টাচার্য।

দিলীপ ঘোষকে উদ্দেশ্য করা সেই খোলা চিঠিতে রুপা ভট্টাচার্য লেখেন, """মাননীয় দিলীপ বাবু আপনি দিল্লিতে যখন মঞ্চে আমার গলায় উত্তরীয় পরিয়ে বিজেপিতে বরণ করেছিলেন যার ফুটেজ সব মিডিয়া হাউস বারবার দেখায়। তখন আপনার সহজ সরল আপ্যায়নে মনে হয়েছিল আপনি আর যাই হন ভন্ড নন। আমি এবং আমার সাথে ওই মঞ্চে উপস্থিত সব শিল্পী বন্ধুদের মনে হয়েছিল বিজেপি আমাদের সম্মান করে। আর করবে নাই বা কেন?আমরাই প্রথম এক ঝাঁক শিল্পী যারা সাহস করেছিলাম শাসক দলের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে। তার আগে হাতে গোনা কয়েকজন ছিলেন। আমরা এক দল বেঁধে জয়েন করার পরেই কিন্তু রাজ্যের শাসক দল এবং ইন্টেলেকচুয়াল সমাজ বিষয়টায় গুরুত্ব দেয়া শুরু করে। সেই অর্থে বলতে গেলে এটাই ছিল রাজ্যে বিজেপির শিল্প সংস্কৃতি মহলে গৃহপ্রবেশ। মনে রাখবেন ২০১৯ এর ১৮ জুলাই ওই সময় কিন্তু রাজ্যে বিজেপি হাওয়া ছিল না যে সবাই টিকেট বা ক্ষমতার এর লোভে গেছিলাম। আমার আপনাদের হাত ধরার পেছনে কয়েকটা কারণ ছিল।ছোট থেকে বামপন্থী মানসিকতায় বড় হয়ে ওঠার পর আমি বিজেপির হাত ধরায় অনেক বন্ধুই আমায় ত্যাগ করে।ভাবে ধান্দাবাজ।ঠিক ভেবেছিল।ধান্দা ছিল আমাদের। আমরা যারা একসাথে ওই দিন জয়েন করেছিলাম তাদের দুটো ধান্দা ছিল। এখানে নৈরাজ্যর থেকে মুক্তি। কেন্দ্র ও রাজ্যে যদি এক সরকার হয় তাহলে রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়বে।আমাদের রাজ্য থেকে দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক থেকে পরিযায়ী ইঞ্জিনিয়ার পরিযায়ী কর্পোরেট পরিযায়ী শিক্ষক এমনকি পরিযায়ী শিল্পীর দলে দলে ঘর ছাড়বে না। এটা একটা ধান্দা ছিল। আর আসল ধান্দা ছিল নিজেদের ঘর বাঁচানো। আমাদের ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন জগৎ কতটা সাফার করছিল কতটা দেওয়াল এ পিঠ ঠেকে গেছিল সেটা সবাই জানে।সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে আমরা কেন্দ্র সরকারের সাহায্য চাইছিলাম। যাতে রাজনৈতিক রঙ না দেখে শুধু যোগ্যতার নিরিখে এখানে শিল্পী কলাকুশলী প্রোডিউসার সবাই শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজ ককর্তে পারে একসাথে। এটাই আসল ধান্দা ছিল আমাদের একযোগে জয়েন করার। জয়েন করার পর বুঝলাম এখানে খুব গোলমাল। আসলে মাননীয় মুকুল বাবুর সাথে আগে পরিচয় হয়েছিল আমাদের এক তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে।যেহেতু আমরা মুকুল রায়ের মাধ্যমে এসেছি তাই আপনার লবি নাকি আমাদের এন্টি। ওরে বাবা তারপর দু বছর এই লবির জন্য ভয়ঙ্কর নাকানি চোবানি খেলাম সবাই। এর সাথে গেলে ও রাগ করে করে। এ ডাকলে ও বলে রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করে দেব। আরে এসব আমরা বুঝি না। আমরা চাই অনেক বেশি কাজ হোক তারজন্য আপনাদের পলিসি যা যা সাহায্য দরকার করতে আমরা আছি। এই সব গন্ডগোল এ অনেক শিল্পী যারা জয়েন করেছিলেন তারা বিরক্ত হয়ে ছিটকে গেলেন কিন্তু আমরা কয়েকজন মাটি কামড়ে পড়েছিলাম।কারণ জানতাম রাজনীতিতে ধৈর্য খুব জরুরি গুণ।সরকার বদলালে বিজেপি নেতারাযা যা প্রমিস করেছেন নিশ্চয় হবে।আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অনেক রেভিনিউ আনবে।কাজ বাড়বে সবার। তারপর এলো নির্বাচনী হাওয়া। সারা বাংলা তথা দেশ ধরে নিলো রাজ্যে এই প্রথম বিজেপি সরকার করছে। পার্টি যারা নতুন এলেন তাদের সবাইকে টিকেট দিলেন। কিন্তু যে সব শিল্পীরা ২০১৪ থেকে দলের পাশে থেকে মার খেয়েছেন তাদের চিনলেন না। এমন কি যারা আমাদের সাথে দলে এসে লড়াই করেছেন এতদিন তাদেরও না। শুধু তাই নয় যারা বছরের পর বছর বিজেপি করেছেন মার খেয়েছেন পরিবার নষ্ট হয়েছে সেই সব কার্যকর্তা কে গুরুত্ব না দিয়ে টিকেট দিতে শুরু করলেন সদ্য দল বদলে আসা তৃণমূল নেতাদের। আমি জানতাম বিজেপি পার্টির কর্মীরাই পার্টির মেরুদন্ড।যে কোনো রেজিমেন্টেড পার্টির মত।কিন্তু তা তো হছে না।আমার খটকা লাগলো। টিকেট না পেয়ে অনেক শিল্পীই তখন কর্মসূচী থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। কিছুটা অভিমান কিছুটা অসম্মান এ।আমি কিন্তু তখনো হাল ছাড়িনি। সামনে নির্বাচন। দলের জন্য বকাজ করতে হবে এটা একজন কর্মী হিসেবে আমার দায়িত্ব। সারা বাংলা জুড়ে যেখানে যেখানে রাজ্য অফিস আমায় পাঠালো গেলাম। যে যে চ্যানেল ডাকলো ডিবেট নিয়মিত বসলাম। যে কোনো দলের অনুগত কর্মীর মতো নিজের দলকে ডিফেন্ড আর অন্য দল কে এটাক করলাম।তারপর এলো মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ।তখন আর দল রঙ বর্ণ কিছু দেখিনি। শুধু চেষ্টা করেছি মানুষের পাশে দাঁড়াতে। নির্বাচনে ফল স্বরূপ সরকার করতে পারলো না বিজেপি। আপনি বা আপনার নেতাদের বা প্রার্থীদের তখন পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা রাজ্য অফিস এ তখন এসি ঘরে প্রতীকী প্রতিবাদ করছেন। দলের সেই দুর্দিনে আমরা সবাই শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে চেষ্টা করছি কর্মীদের পাশে থাকতে। আপনি তখনও আমাদের কাউকে চেনেন না। তারপর ওই মহামারীর প্রকোপে মানুষ যখন বিপর্যস্ত তখন সিবিআই নিজের কাজ করলেন। বেশ করলেন কিন্তু মহামারী যখন তুঙ্গে তখন দুটো দিন অপেক্ষা করলে হতো না? এই বক্তব্য মানুষ হিসেবে আমরা বলায় আপনাদের দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করলেন উনিও আপনার মতো আমাদের চেনেন না।আমাদের কোনো অস্তিত্বই নাকি নেই দলে। ঠিক বলেছেন আপনারা দুজনেই। আপনারা আমাদের চিনতেই পারেন নি। সেই ক্ষমতাই নেই আপনাদের।আর সত্যি শুনলে তার থেকে নিজের পিঠ বাঁচাতে এটাতো আপনাদের বরাবরের সংলাপ। অবশ্য আপনি শিল্পীদের রগড়ে দেন।তার প্রতিবাদ তখন করেছিলাম তাই এমনিও আপনার জন্য আমরা বিড়ম্বনা। একটা কথা ভুলবেন না আমায় শিল্পী আপনি বা বিজেপি বানায় নি।মানুষ বানিয়েছে।তাদের প্রতি সৎ এবং দায়বদ্ধ আমি থাকবোই।

এই দলের আমি আজ আর কেউ নয়। আপনাদের কথায় কখনোই কেউ ছিলাম না। একটা কথা বলে যাই আপনার দলের এসেট আপনাদের সাধারণ কার্যকর্তারা। শিল্পীদের কদর করেননি তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু দলের কর্মীদের কদর করুন। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝুন। সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন"""।

ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্যামল রায়ের প্রয়াণে বিভিন্ন সংগঠনের শোক প্রকাশ

আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। দলের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ফরোয়ার্ড ব্লক। দলের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তথা ফরওয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল রায় গত কাল সকালে আগরতলা মিলন সংঘ মধ্যপাড়ায় নিজ বাসভবনে মস্তিকে রক্তক্ষরণ হয়ে বাথরুমে পড়ে যান। তখন থেকে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। প্রতিবেশী ও পার্টির কর্মীরা তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। রাত্রি ১০ টা ১৫ মিনিটে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলী গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।াঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তাঁর প্রয়াণে ফরওয়ার্ড ব্লকের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বর্তমান সময়ে তাঁর মতন ব্যক্তিত্ব যখন বেশী প্রয়োজন তখন তিনি চলে গেলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে রাজ্যের বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি হলো। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই নেতাজীর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। কমঃ শ্যামল রায় সত্তরের দশকে ছাত্র ব্লকের সদস্য হন। তারপর যুবলীগ হয়ে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির সদস্য হন। সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন ২০০১ সালে। মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি স্বপদে বহাল ছিলেন। আগরতলা উমাকান্ত একাডেমী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে মহারাজ বীরবিক্রম মহা বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করে। তারপর যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে ক্যামিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। আজ বটতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

এদিকে, টি ইউ সি সি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে। সংগঠনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গতকাল ফরওয়ার্ড ব্লক কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা ফরওয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল রায় ব্রেইন স্টোক হয়ে আগরতলা জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার অকাল প্রয়াণে রাজ্যে শ্রমজীবি মানুষ হারালো তাদের দরদী এক নেতাকে। টি ইউ সি সি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। টি ইউ সি সি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি মনে করছে তাঁর অকাল প্রয়াণে রাজ্যের বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তিনি রাজ্যের শ্রমজীবি মানুষের আন্দোলনের সাথে অতোপ্রোতভাবে জড়িত পীছিলেন। এছাড়া আসাম, মণিপুর, মেঘালয়ের শ্রমজীবি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। দেশের এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর মতন ব্যক্তির যখন বেশী প্রয়োজন তখন তিনি চলে গেলেন।

বেহাল ত্রিপুরাগামী করিমগঞ্জের ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক

করিমগঞ্জ, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি কেন্দ্রের জীবনরেখা ত্রিপুরাগামী পোয়ামারা-চুড়াইবাড়ি ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। দক্ষিণ করিমগঞ্জ এবং পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বুক চিরে আগরতলা পর্যন্ত গিয়েছে এই জাতীয় সড়ক। এই জাতীয় সড়ক ত্রিপুরা ছাড়াও দক্ষিণ করিমগঞ্জ, রাতাবাড়ি এবং পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় সাড়ে আট লক্ষ জনতার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। পার্শবর্তী রাজ্য ত্রিপুরার তো এই জাতীয় সড়ক ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প সড়কপথ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ / তিরিশ বছর ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়কটি সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে রয়েছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলেও, আশ্চর্যজনকভাবে পোয়ামারা-চুড়াইবাড়ি জাতীয় সড়কের হাল ফেরেনি। এই সড়কের সংস্কার নিয়ে চলছে নানা টালবাহানা। সড়ক সংস্কারের দাবিতে রেল লাইন অবরোধ, জাতীয় সড়ক অবরোধ, অনশন ধর্মঘট, বিভাগীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার ঘেরাও, স্মারকপত্র, চরমপত্র প্রদান সহ রেকর্ড সংখ্যকবার আন্দোলন সংগঠিত হলেও, কোনও কাজ হয়নি। রাজ্যের তৎকালীন তরুণ গগৈ সরকারের আমলে এই সড়ক সংস্কার নিয়ে নানা দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তৎকালীন মন্ত্রী দক্ষিণ করিমগঞ্জের বর্তমান বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের ঘনিষ্ঠদের যন্ত্রণায় সড়ক নির্মাণ কাজের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা এআরএসএস মাঝপথে কাজ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল বলেও বিস্তর অভিযোগ।

শেষ পর্যন্ত ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পোয়ামারা থেকে চুড়াইবাড়ি পর্যন্ত অংশের নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ বিভাগ কর্তৃক দ্বিতীয় বারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। এবার কাজের বারাত পেয়েছে ঠিকাদার সংস্থা বিন্নি কনস্ট্রাকশন। অথচ এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলেও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদার সংস্থার গাফিলতির দরুন জাতীয় সড়কের কাজ শুধু নিম্নমানেরই নয়, কচ্ছপ গতিতে এগোচ্ছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজের গতি এভাবে চলতে থাকলে, নির্মাণ কাজ যে কবে শেষ হবে তা বলা মুশকিল। অত্যন্ত ধীর গতিতে নির্মাণ কাজ চলার ফলে জনভোগান্তি চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে নির্মাণ কাজ এতই নিম্নমানের হচ্ছে যে, কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ব্ল্যাক টপিং উঠে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে পুকুরসম গর্ত হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাসের অভিযোগ, নির্মাণ সংস্থার কাজের তদারকি করতে বিভাগীয় কোনও ইঞ্জিনিয়ারকে চোখে পড়ে না। নির্মাণ সংস্থা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে কাজ করে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে সদ্য নির্মিত সড়ক ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। অথচ এ-সব দেখার কেউ নেই। জেলাশাসক, সার্কল অফিসার সহ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে বারংবার এ ব্যাপারে নালিশ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দেশী বন্দুক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ আগস্ট।। এটা কি পশু হত্যার জন্য শিকারি বন্দুক নাকি মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য রাখা হয়েছে দেশি বন্দুক। তবে দেশি বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো গোয়েন্দা দপ্তর চ্যালেঞ্জের মুখে ছুড়ে দিয়েছে।জুম চাষের জন্য ব্যবহৃত টং ঘরের পাশ থেকে দেশি বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা এলাকায়।তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং টি.এস.আর ১২ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা অপসএ বেরিয়ে উদ্ধার করে এই দেশি বন্দুকটি। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া হাজরাবাড়ী রাস্তার মাজ পথে তুইথামপুই এলাকায়।

খবরে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং টি.এস.আর ১২ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা অপসএ বেরিয়ে তুইথামপুই থেকে হাজরাপাড়া যাওয়ার রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে একটি জুমের টং ঘরের পাশে উদ্ধার হয় এই দেশি বন্দুক। পুলিশ এবং টি.এস.আর বাহিনীর জওয়ানরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালায়। যদিও কোন কিছু না পেয়ে পরবর্তীতে বন্দুকটি নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় আসে।

তবে কোথা থেকে এই বন্ধুক এলো তা নিয়ে কিন্তু কৌতুহল দেখা দিচ্ছে মানুষ জনের মনে? তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ওই এলাকায় আরও দেশি বন্দুক থাকলেও থাকতে পারে। যদিও তদন্তের স্বার্থে তেলিয়ামুড়া থানার ও.সি নাড়ু গোপাল দেব মুখ খুলতে নারাজ। এখন দেখার পুলিশি তদন্তে কি তথ্য বেরিয়ে আসে। তবে এই দেশি বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় কোটার তেলিয়ামুড়া জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

দুস্কৃতিদের আক্রমণে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ আগস্ট।। কল্যাণপুর এলাকায় কোন না কোন পূজার রাতের দুষ্কৃতীদের হামলাসহ খুন এর ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। আবার ফের মনসা পূজোর রাতে নিজ বাড়িতে দুস্কৃতির দায়ের আঘাতে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি।ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা কল্যাণপুর থানাধীন খগেন্দ্র বল কলোনি এলাকায় মঙ্গলবার রাতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় খগেন্দ্র বল কলোনি এলাকার বাসিন্দা জিতেন বিশ্বাস মঙ্গলবার রাতে মনসা পূজো থেকে নিজের বাড়ি এসে স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। আচমকাই এলাকারই রাজিব ভৌমিক নামে এক যুবক দা নিয়ে চড়াও হয় জিতেন বিশ্বাসের বাড়িতে। ওই উশৃংখল জীবনটা দিয়েছিলেন বিশ্বাস কে আঘাত করে। প্রতিরোধে অর্চনা বিশ্বাস এগিয়ে এলে উৎশৃংখল যুবক রাজিব ভৌমিক অর্চনাকে পেটে লাথি মেরে ফেলে দেয়। পরে প্রতিবেশীরা আহত জিতেন বিশ্বাস (৪২)ও অর্চনা বিশ্বাসকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরে আহত ঝুমা বিশ্বাস তেলিয়ামুড়া থানায় ওই যুবক রাজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চাইলে পুলিশ অভিযোগ নেয়নি বলেও অভিযোগ।কারণ ঘটনাটি কল্যাণপুর থানাধীন এলাকায় হওয়ার কারণে। বর্তমানে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতাল। তবে শেষমেষ মামলা গ্রহণ করলেও খবর লেখা পর্যন্ত আটক করতে পারেনি অভিযুক্তকে।

বিলোনিয়ায় জন আশীর্বাদে ভাসলেন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৮ আগস্ট ।। বিলোনিয়াতে জন আশীর্বাদে ভাসলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিমন্ত্রী তথা অগ্নি কন্যা প্রতিমা ভৌমিক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম বিলোনিয়াতে পা রাখতেই দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি শহরবাসীরা রাস্তার দু”পাশে জড়ো হয় অগ্নি কন্যা কে শুভেচ্ছা জানাতে। ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে ফুল ছড়িয়ে, শঙ্খ ধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে বনকর নদীর উত্তর পাড়ে স্বাগত জানানো হয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে। স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক , মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এর পর মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক নিয়ে দলীয় কর্মীরা আশীর্বাদ যাত্রার রেলির সুচনা করে। হুডখোলা গাড়িতেই মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আশীর্বাদ যাত্রার মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ চেয়ে নেন রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজের সকল মানুষের কাছে। আশীর্বাদ যাত্রা রেলিটি বনকর নদীর উত্তর পাড় থেকে শুরু হয়ে, বিদ্যাপীঠ কর্নার হয়ে, এক নং টিলা, থানা কর্নার হয়ে আশীর্বাদ যাত্রা রেলি শেষ হয় পুরাতন টাউন হলের সামনে।

এর পর টাউন হলের ভেতর হয় সভা। এই সভার মাঝে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে দলের পক্ষ থেকে , বিভিন্ন সংগঠনের ও বিলোনীয়া প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ও দেওয়া হয় সংবর্ধনা। টাউন হলে আয়োজিত এই দিনের সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, ওবিসি কর্পোরেশন চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

পালাটানায় সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ই আগস্ট।। আজ উদয়পুর মহকুমা কাকড়াবন পালাটানা স্টেট ব্যাংকের হলঘরে ’ কৃষি বেনিফিসারী বা সুবিধাভোগীদের নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ”সেমিনারে ৫০ জন সুবিধাভোগী নিয়ে বিভিন্ন লোনের স্কিম নিয়ে এক আলোচনা সভা হয়। ত্রিপুরা সরকার থেকে নাবার্ড কে ৫০ লক্ষ টাকা সাবসিডি দিয়েছে বিভিন্ন বেনিফিসারী দের জন্য - যারা কৃষি কাজের অগ্রগতির জন্য লোন গ্রহণ করবেন তাদেরকে সাবসিটি প্রদান করা হবে নাবার্ড এর পক্ষ থেকে ।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পালাটানা স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা সঞ্চালক নিত্যানন্দ সূত্রধর ,রিজিনাল ম্যানেজার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দীপক চন্দ্র দাস , কৃষি দপ্তরের সুপারিনটেন্ডন্ট রাজু ভৌমিক , নাবার্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর খোকন দে সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ। ২০২০ অর্থ বছরে ৫০ জন সুবিধা ভোগী

যারপরনাই খুশি । সংবাদমাধ্যমকে একান্ত সাক্ষাৎকারে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার দীপক চন্দ্র দাস এই কথা গুলো বলেন।

পানীয় জলের দাবীতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ আগস্ট।পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা ও ব্রীজের দাবিতে বুধবার ডুম্বুরনগর ব্লকের উল্টাছড়া এডিসি ভিলেজের জমাতিয়া পাড়ার জনজাতিরা গন্ডাছড়া-আমবাসা রাস্তা অবরোধ সংগঠিত করে। এদিন সকাল আট থেকে এলাকার জনজাতিরা গন্ডাছড়া-আমবাসা রাস্তার রামকুমার চৌধুরী পাড়ায় রাস্তা অবরোধে বসে। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান গন্ডাছড়া ডিসিএম, বিডিও, পূর্ত দপ্তরের এসডিও, ঙ্গচছ দপ্তরের এসডিও সহ গন্ডাছড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের আধিকারিকরা অবরোধকারীদের সাথে আলোচনার পর আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তাদের দাবি গুলো পূরনের আশ্বাস দিলে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টার পর দুপুর একটা নাগাদ অবরোধকারীরা রাস্তা অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে রাস্তার দুই দিকে অসংখ্য যানবাহন আটকিয়ে পড়ে এবং যাত্রী দুর্ভোগে চরম আকার ধারন করে।

পর্ষদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ আগস্ট।। ৯৯ শতাংশ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরষদ পাশের ঘোষণা দিলেও আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তর অভিযোগ তুলে। এমন কি ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের ঘোষণা করা পরীক্ষার ফলাফল পর্ষদের খামখেয়ালিপনা বলে আখ্যায়িত করেন পর্ষদের অকৃতকার্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়ারা। বুধবার তেলিয়ামুড়া মহাকুমা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে ধরেন ছাত্র ছাত্রীরা।তারা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের পর মার্কস রিভিউ করে ছাত্র ছাত্রীদের পাশ করিয়ে দিতে বাধ্য হয় ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। তবে এই পাশের আগামী দিনে ছাত্র ছাত্রীদের গুনগত শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুল্লে তার সঠিক কোনো জবাব দিতে না পারলে ও তার দায়ভার বিদ্যালয় এবং মধ্য শিক্ষা পর্ষদের উপর ছুড়ে দেন ।তবে, পর্ষদের গাফিলতির কারণেই ছাত্র-ছাত্রীদের কে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হয়েছে বলে তারা দাবি করেন। এবং সেই আন্দোলনের ফলেই মধ্য শিক্ষা পর্ষদ এবং শিক্ষা দপ্তর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এবং তারা আন্দোলনকারী ছাত্র ছাত্রীদের আগামীদিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মডেল ত্রিপুরা গড়ার জন্য নিজেদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানায়।

সিকিম

● প্রথম পাতার পর

আসন থেকে পঞ্চদশ লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তিনি এই মুহূর্তে কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র। এবার দায়িত্ব বাড়ল অজয় কুমারের, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্যের ইনচার্জ নিয়োগ করা হয়েছে তাঁকে।

সম্পন্ন

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে আসা হলে পরিবার-পরিজন সহ পাড়া-প্রতিবেশীদের চোখের জলে এলাকার আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠে। খবর পেয়ে ছুটে যান তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। তিনি পরিবারের লোকজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এ প্রসঙ্গে এক এলাকাবাসী জানান, মৃত ৩ জনের মধ্যে ২জনই বিবাহিত। তাদের স্ত্রী এবং ছোট সন্তান রয়েছে। পরিবারের উপার্জনশীল ব্যাক্তি বলতে একমাত্র তারাই ছিলেন। এখন কিভাবে সংসার প্রতিপালন করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে এভাবে তাদের মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না পরিবার-পরিজনসহ আত্মীয় পরিজনরা। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়ক কল্যাণী রায় জানান, বিষয়টি তিনি সরকারের নজরে নেবেন। তিনি দেখবেন যাতে করে ওই ৩ শ্রমিকের পরিবারকে কিভাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যায় ।সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে গিয়ে ৩ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। সবকিছু জেনে শুনেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি বলেও অভিযোগ। সে কারণে বাধ্য হয়েই পানীয় জলের দাবিতে তারা পথ অবরোধের শামিল হয়েছেন।অবরোধের জেরে রাস্তার দু-ধারে আটকে পরে প্রচুর যানবাহন।ভোগান্তিতে পড়তে হয় পথচারী এবং যানচালকদেরকে।

রাজ্যে আসন্ন পুর নির্বাচনের আগে এভাবে জলের তীব্র সংকটে ভূগতে হচ্ছে পুরবাসীকে। এর মারাত্মক প্রভাব ভোটেও পড়তে পারে বলেও অনেকেই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।রাজ্যে একদিকে যখন অটল জলধারার প্রকল্পে ঘরে ঘরে পানীয়জল পৌছে দেবার ফলাও প্রচার হচ্ছে , অন্যদিকে রাজ্যে প্রায় প্রতিদিন ভোরের আলো ফুটতেই রাজ্যের কোনো না কোনো জায়গা থেকে উঠে আসছে পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধের ঘটনা।

ভারতে

● প্রথম পাতার পর

১৭,৯৭,৫৫৯।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩৫,১৭৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৫৭ জন। ভারতে ৫৬.০৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫৬,০৬,৫২,০৩০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৫,০৫,০৭৫ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৪০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩২,৫১৯ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৭,১৬৯ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৪,৮৫,৯২৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৫২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫৬ কোটি ০৬ লক্ষ ৫২ হাজার ০৩০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে আরও বেগবান করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনার সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ব্লকগুলির। বিগত দিনে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিলো।

তিনি বলেন, পুরাতন আগরতলা ব্লক কার্যালয় নির্মাণে আট বছর সময় লেগেছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র এক বছরের মধ্যেই লাইট হাউস প্রকল্পে রাজ্যে এক হাজার ফ্ল্যাট মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এখানেই কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে গুণগত দিক বজায় রেখে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপরে সরকার গুরুত্ব আরোপ করছে। কোনও ধরনের রাজনৈতিক রঙ বিচারের উর্ধে উঠে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা প্রকৃত সুবিধাভোগী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশের ভাবনায় উন্নয়নের নিরিখে বিভিন্ন সাফল্যের জন্য ত্রিপুরা আজ গোটা দেশে পরিচিত লাভ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের ভাবনায় গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার সুযোগ পাচ্ছেন রাজ্যের নাগরিকরা। উদ্ভাবনী ভাবনায়, বিকল্প কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে রোজগারের নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে রাজ্য থেকে চাঁদা সংগ্রহ নয় বরং দিল্লি থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দ এনে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশই সরকারের লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই বেড়েছে কৃষকদের আয়। গ্রামে গ্রামে সি এস সি সেন্টার চালুর ফলে একদিকে যেমন যারা এখন কাজ করছে তাদের রোজগার তৈরি হয়েছে অন্যদিকে বিভিন্নভাবে নাগরিকগণও সহায়তা পাচ্ছেন। কর্মচারীদের পদোন্নতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, স্পেশাল ইকোনমিক জোন, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলছে। কোভিড পরিস্থিতিতেও সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে একজন ব্যক্তিকেও অনাহারে থাকতে হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এই নবনির্মিত ব্লক কার্যালয় অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা নেবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের হাতে সেলাই মেশিন, স্বসহায়ক দলের প্রতিনিধিদের হাতে ঋণ মঞ্জুরের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটির জন্য ডাস্টবিন, কৃষকদের মধ্যে কৃষি কাজের সহায়ক সামগ্রী ও সোমা বর্মণের (দাস) হাতে অর্নামেন্টাল মৎস্য পালনের পরিকাঠামো তৈরির ওয়ার্ক অর্ডার তুলে দেন। পুরাতন আগরতলা ব্লক এলাকার অন্তর্গত একটি ফুট ব্রিজ নির্মাণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা এবং মানোন্নয়নের বিষয়টি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার বিবেচনা করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

তালিবান নেতৃত্ব জানিয়ে দিলেন, বোরখার পরিবর্তে হিজাব পরলেই চলবে।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীদিনে সরকার চালাবে বলে আগেই বার্তা দিয়েছেন তালিবান নেতৃত্ব। শরিয়তি আইনের মধ্যে থেকে মহিলাদের কাজের অধিকারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তাঁরা। এক সাক্ষাৎকারে মহিলাদের পোশাকআসাকের উপর বিধিনিষেধ চাপানোর অভিযোগ নিয়েও মুখ খোলেন দোহায় তালিবানের মুখপাত্র সুহেল শাহীন।

সাক্ষাৎকারে সুহেল বলেন, “বোরখা একমাত্র আবরণ নয়। তার বাইরেও অন্য ধরনের হিজাব রয়েছে।” নব্বইয়ের দশকের তালিবান রাজত্বে যদিও বোরখা পরা ছিল বাধ্যতামূলক। রবিবার কাবুল দখলেরও পরেও একাধিক জায়গায় মহিলাদের বোরখা পরে বাড়ির বাইরে বেরনোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তাতে বোরখা কিনতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় দোকানে দোকানে।

এদিকে, আফগান মহিলাদের বোরখা পরতে বাধ্য করা হবে না বলে এবার ইঙ্গিত দিল তালিবান। আফগানিস্তানে সরকার গঠন নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শুরু চলছে তালিবানের। কিন্তু তাঁদের জমানায় মহিলাদের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সেই আবহে তালিবান নেতৃত্ব জানিয়ে দিলেন, বোরখার পরিবর্তে হিজাব পরলেই চলবে।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীদিনে সরকার চালাবে বলে আগেই বার্তা দিয়েছেন তালিবান নেতৃত্ব। শরিয়তি আইনের মধ্যে থেকে মহিলাদের কাজের অধিকারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তাঁরা। এক সাক্ষাৎকারে মহিলাদের পোশাকআসাকের উপর বিধিনিষেধ চাপানোর অভিযোগ নিয়েও মুখ খোলেন দোহায় তালিবানের মুখপাত্র সুহেল শাহীন।

সাক্ষাৎকারে সুহেল বলেন, “বোরখা একমাত্র আবরণ নয়। তার বাইরেও অন্য ধরনের হিজাব রয়েছে।” নব্বইয়ের দশকের তালিবান রাজত্বে যদিও বোরখা পরা ছিল বাধ্যতামূলক। রবিবার কাবুল দখলেরও পরেও একাধিক জায়গায় মহিলাদের বোরখা পরে বাড়ির বাইরে বেরনোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তাতে বোরখা কিনতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় দোকানে দোকানে।

বক্সনগরে

● প্রথম পাতার পর

কমলনগর এলাকার প্রধানকে বিষয়টি জানালে প্রধান সাহেব সোনামুড়া থানার খবর দিয়ে সন্দেহ করা তিন ব্যক্তিকে থানায় তুলে দেয় ।পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা আচমকা গাড়ি ও বাইকে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে গাড়িও বাইক পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গাড়ির মালিক কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া এলাকার এক নং ওয়ার্ডের ডালিম মিয়ার। বাইকের মালিক বক্সনগর এলাকার।

বিনা দোষে তাদের এই দুই দুই জনের বাইক ও গাড়ি খোয়াতে হলো। অপরদিকে চোর সন্দেহ করা তিন ব্যক্তির নামে সোনামুড়া থানায় চুরির মামলা নেয়া হয়। চুরি করা সন্দেহে তিন ব্যক্তিকে এলাকাবাসীর প্রচণ্ড মারধোরে সোনামুড়া হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। যদি পুলিশ সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে না পারতো তাহলে এই তিনজন যুবককে গ্রামবাসী প্রাণে মেরে ফেলতো। মামলাও নাম্বার ছিল ৭৫/২০২১. পুলিশ যে ধারায় মামলাটি নেয় ৪৫৭/৩৮০. জানা গেছে কিছুদিন পূর্বেও সোনামুড়া থানাধীন মতি নগর এলাকায় কোন জানান দুর্ঘটনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্দেহভাজন অন্য একটি গাড়ি পুড়িয়ে ফেলে।

জটিলতা

● প্রথম পাতার পর

জমির মূল্য নির্ধারণ করলেও ঘর,গাছ ও টয়লেটের ক্ষতিপূরণ বাবদ কি পরিমাণের অর্থ দেওয়া হবে সেটার কোন উল্লেখ করেননি ।অপরদিকে কতটুকু জমি অধিগ্রহণ করা হবে সেটা নোটিশে উল্লেখ না রেখেই বাড়ির বাউন্ডারি এবং গাছপালা নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ করেন সন্তোষ দাস ।দাবি উঠেছে এসব বিষয় গুলিতে প্রশাসনিক আধিকারিকগণরা ভাল ভাবে নজর দিতে ও সাধারণ লোকেদের সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য।

জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজের জন্য যাদের জমি পড়েছে তারা সার্বিক স্বার্থে জমে রাজি রয়েছেন বলেও তারা জানান। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে প্রশাসনকেও ন্যায় বিচার করে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জোরালো দাবি জানিয়েছেন তারা।

আতঙ্কে

● প্রথম পাতার পর

দিনগুলিতে। এর উপর ওলানো পোকার প্রাদুর্ভাব। উলানো এতই ক্ষুদ্র যে দূর থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায় আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৪৮ মাইলের কৃষ্ণমণি রিয়াং চৌধুরী পাড়া, ৪৮ মাইলের কুমার রায় পাড়া,করকরি, ৪৫ ও ৪৩ মাইল, ৪১ মাইলের রায়হামচা গুচ্ছগ্রাম সহ নুনাছড়া,কাঁকড়া ছড়া , হলুদিয়া, তুই করমা, উত্তর গোকুলনগর, নবমজয়, উত্তর মহারানী পুর এ ডি সি সহ বিভিন্ন আশপাশের এলাকা গুলোতে উলানো প্রকার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। পোকার আক্রমণ এতই তীব্র যে ধোঁয়া ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না মানুষ।

এলাকাবাসীদের দাবি ওলানো পোকার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে রাজ্য এবং ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসন যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

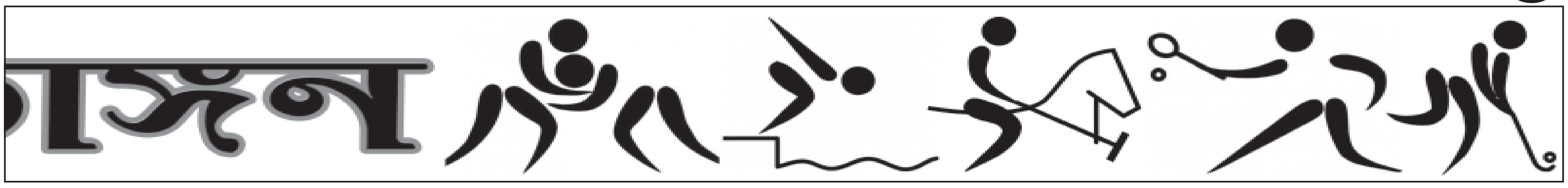

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৩ বছর পূর্ণ বিরাটকে শুভেচ্ছা বিসিসিআইয়ের

মুম্বই, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : পার করলেন ১৩ বছর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৩ বছর পূর্ণ করে ফেললেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ২০০৮ সালে আজকের দিনেই ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় বিরাটের। একদিনের ক্রিকেটে প্রথমবার খেলতে নেমেছিলেন ভারত অধিনায়ক। এই বিশেষ দিনটিতে বিরাটকে শুভেচ্ছা জানাল বিসিসিআই।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে ১৩ বছর অতিক্রম করা বিরাটের ছবি ও কিছু তথ্য দিয়ে নিজেদের ইনস্টাগ্রাম ও ট্যুইটারে পোস্ট করেছে বিসিসিআই। এই সময়ের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার আখ্যা দিয়ে বিরাটের ছবির সঙ্গে বিসিসিআইয়ের ট্যুইটারে লেখা হয়েছে, ”১৩ বছর আগে আজকের দিনেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক করেছিলেন বিরাট কোহলি। সালটা ছিল ২০০৮। ৪৩৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও ২২ হাজার ৯৩৭ রান তাঁর নামের পাশে রয়েছে। ভারত অধিনায়ক এই সময়ের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার।”

২০০৮ সালে যুব বিশ্বকাপ জিতেছিলেন বিরাট। এরপরই দিল্লির ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান জাতীয় দলের টিকিট পান। শ্রীলঙ্কা সিরিজে ৫টি একদিনের মাচে নেমেছিলেন বিরাট। কলম্বোয় চতুর্থ ম্যাচে নিজের কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরান হাঁকান বিরাট। ইডেনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১০৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বিরাট। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ২০১৭ সাল থেকে তিন ফর্ম্যাটেই জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে কাজ করছেন তিনি।

খাট্টারের সঙ্গে দেখা করলেন নীরজ আলোচনা হয়েছে নানা বিষয়ে

চণ্ডীগড়, ১৮ আগস্ট (হি.স.): জ্বরের জন্য হরিয়ানা সরকারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া। অবশেষে বুধবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারের সঙ্গে দেখা করলেন নীরজ চোপড়া। উভয়ের মধ্যে ক্রীড়া সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নীরজের সঙ্গে দেখা করার পর মনোহরলাল খাট্টার জানিয়েছেন, হরিয়ানাকে খেলার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে চাই আমরা। এদিন নীরজকে নতুন দায়িত্বও দিয়েছেন খাট্টার। মুখ্যমন্ত্রী খাট্টার জানিয়েছেন, 'হরিয়ানাকে ক্রীড়া হাবে পরিণত করার পরিকল্পনা করছি আমরা। তবে এর জন্য নীরজের মতো সব অ্যাথলিটদের পাশে থাকতে হবে। টোকিও অলিম্পিকে ৪৮ তম স্থানে শেষ করেছে ভারত। কিন্তু তাতেও আমরা খুশি নই। ব্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে।” এরপরই তিনি জুড়ে দেন, “আমি সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজকে বলেছি সেন্টার অফ এক্সেল্যান্সের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হবে তাঁকে।' কিন্তু নীরজ কী এই প্রস্তাবে রাজি? নীরজ জানিয়েছেন, “সেন্টার অফ এক্সেল্যান্সের প্রধান হব কি-না, ভেবে জানাব। তবে দেশে খেলার জনপ্রিয়তা বাড়াতে সবরকম চেষ্টা করব।”

জয় দিয়েই এএফসি কাপ অভিযান শুরু করল মোহনবাগান

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : মালে এএফসি কাপের প্রথম ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসিকে ২-০ গোলে হারাল এটিকে-মোহনবাগান। বুধবার ম্যাচের ৩৯ মিনিটে প্রথম গোল করেন রয় কৃষ্ণ। ৪৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল শুভাশিস বসুর। মাঠে নামলেই যেন গোল করাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন রয় কৃষ্ণ। মলদ্বীপের মাঠে এএফসি কাপের প্রথম ম্যাচেই চমক সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের। দুই অর্ধে দুটি গোল করে সহজেই এদিন বেঙ্গালুরুকে হারাল মোহনবাগান। দলে অনেক নতুন ফুটবলার এসেছেন। অল্প দিনের অনুশীলনেই অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসের টিম চাঙ্গা। এদিন ম্যাচের ৩৯ মিনিটে গোলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রয় কৃষ্ণ ব্যাক হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন। নিজের জন্মদিনে গোল পেলেন শুভাশিস বসুও। ম্যাচে আরও বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। আরও বড় ব্যবধানে জেতার সুযোগ ছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের।

ঐতিহাসিক পাক সফর বাতিলের পথে নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানের প্রতিবেশি দেশ আফগানিস্তানের পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তান সফর বাতিল করতে চলেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ১৮ বছর পরে পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার কথা ছিল নিউজিল্যান্ডের। পাকিস্তান বোর্ড সূচিও ঘোষণা করে দিয়েছিল। তবে পাকিস্তানের পড়শি দেশে তালিবান জমানা কায়েম হওয়ায় গোটা অঞ্চলেই অস্থিরতা। এমন কারণেই এবার নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটাররা নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে।

পাকিস্তানে সফরের পরেই নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশে যাবে পাঁচটি টি২০ খেলতে। তবে জানা যাচ্ছে, কিউয়ি ক্রিকেটাররা পাক সফর বাতিল করার জন্য বোর্ডকে চাপ দিতে পারে। নিরাপত্তা বিষয়ে এখনও সরকারিভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ব্ল্যাক ক্যাপসদের বোর্ড। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটারদের সংস্থার প্রধান হিথ মিলস জানিয়েছেন, বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার পাকিস্তানে যেতে চাইছেন না।

জানা গিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের তরফে পাকিস্তানের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নিরাপত্তা আধিকারিক ক্রেগ ডিকাসনকে পাঠানো হবে। ডিকাসন যদি নিরাপত্তা নিয়ে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে পাকিস্তান সফর বাতিল করতে পারে নিউজিল্যান্ড বোর্ড। মিলসের বক্তব্য, ”চার-পাঁচদিনের মধ্যে উনি সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। তারপরেই দেশে ফিরে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে রিপোর্ট জমা দেবেন। সেখানেই তিনি ট্যুর করা উচিত হবে নাকি বাতিল করা হবে, নিজের মতামত জানাবেন। কোনও ক্ষেত্রে ওঁর যদি মনে হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাহলে সফর বাতিল করা হবে।”

জনসেবায় তৎপর আপনার বনদপ্তর

Creation of Plantation

Establishment of Smriti Van

Road Side Plantation

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান

দাও ফিরে অরণ্য লহ এ নগর

নদী, নালা, ছড়ায়
বিষ দিয়ে মাছ ধরবেন না

তোমার আমার সৃষ্টি
বন আনবে বৃষ্টি

গাছই জীবন, গাছই আপন

বৃক্ষরোপণ করুন,
ভূমিক্ষয় রোধ করুন

বনের পাখী বনের পশু
বনের কাছে সদাই শিশু

Save Forest, Save Earth
Kailashahar Forest Sub-Division
Kailashahar, Unakoti Tripura

এটিকে মোহনবাগান ছেড়ে ইউরোপের প্রথম সারির ক্লাবে যোগ দিলেন সন্দেশ ঝিঙ্গান

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : ভারতীয় ফুটবলে গত মরশুমের বর্ষসেরা ফুটবলার সন্দেশ ঝিঙ্গান এবার ইউরোপীয় ক্লাবে অভিষেকের অপেক্ষায়। গতকাল ঝিঙ্গানের মেডিক্যাল টেস্টের পর বুধবার ক্রোয়েশিয়ার প্রথম সারির ক্লাব এইচএনকে সিবেনিক আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবের ওয়েবসাইটে সন্দেশকে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। শুভেচ্ছা জানিয়েছে এটিকে মোহনবাগানও। পুরানো ক্লাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে টুইটে ঝিঙ্গান লিখেছেন, নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছি। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইউরোপের ক্লাবে খেলে নিজেকে আরও উন্নত করার সুযোগ পাবেন ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার।

সেন্টার-ব্যাক সন্দেশ ঝিঙ্গান গত বছর আইএসএলের আগে এটিকে মোহনবাগানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। পাঁচ বছরের চুক্তি ছিল। তবে সেই চুক্তিতে শর্ত ছিল ইউরোপ বা বিশ্বের কোনও বড় ক্লাবে সুযোগ পেলে তিনি চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারবেন। সেই শর্তেই এবার ক্রোয়েশিয়া পাড়ি দিলেন সন্দেশ। ক্লাবের অন্যতম অধিনায়ক সন্দেশের ইউরোপের ক্লাবে সাফল্য কামনা করেছে এটিকে মোহনবাগান।

ঝিঙ্গান বুধবার টুইটারে লেখেন, গত বছর চোট সারিয়ে এটিকে মোহনবাগানে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মরশুম কাটাতে পেরেছি ভ্রাতৃসম সতীর্থ, কোচ আন্তোনিও হাবাস, সঞ্জয় সেন-সহ অন্যান্য কোচিং স্টাফ সকলে আমাকে উতসাহিত করেছেন। প্রতিদিন যাতে নিজেকে আরও উন্নত করতে পারি সেই প্রক্রিয়ায় তাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ। সঞ্জীব গোয়েঙ্গা-সহ টিম ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতা পেয়েছি। আমার এই সিদ্ধান্তের ফলে এটিকে মোহনবাগানের একজন ফুটবলার কমে গেলেও একজন সমর্থক বেড়ে গেল। কারণ, আমি যেভাবে ক্লাব এগিয়ে যাচ্ছে তার অন্যতম সমর্থক। সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন ঝিঙ্গান।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের জেরে আইসিসি টেস্ট ব্যাঙ্কিংয়ে উঠলেন কেএল রাহুল

লন্ডন, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : ইংল্যান্ডের জো রুটদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডারে ভরসার নাম হয়ে উঠেছিলেন কেএল রাহুল। ১২৯ রান করে দলকে স্বস্তিজনক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। আর সেই সৌজন্যেই এবার আইসিসি টেস্ট ব্যাঙ্কিংয়ে একধাপে অনেকখানি উন্নতি করলেন ভারতীয় ওপেনার। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসির প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিং তালিকায় ১৯ ধাপ এগিয়ে ৩৭ নম্বর স্থানে উঠে এলেন রাহুল। ওই টেস্টেই নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন ইংলিশ অধিনায়ক রুট। ১৮০ রানে অপরাজিত ছিলেন। যার দৌলতে ব্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গেলেন তিনি। তবে পাঁচ নম্বর স্থানটিই ধরে রাখলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি। গত সপ্তাহেই একধাপ নেমেছিলেন তিনি। ছয় ও সাতে রয়েছেন যথাক্রমে রোহিত শর্মা এবং ঋষভ পন্থ। ব্যাটসম্যানদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।

গত সপ্তাহে ব্যাঙ্কিংয়ে বোলারদের তালিকায় ৯ নম্বরে উঠে এসেছিলেন জশপ্রীত বুমরাহ। তবে এদিনের তালিকায় তিনি একধাপ নেমে দশে দাঁড়িয়েছেন। গত মার্চের পর এই প্রথমবার প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন বুমরাহ। এদিকে বোলারদের তালিকায় প্যাট কামিন্সের পর দুই নম্বরেই রয়ে গেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

কুস্তির জুনিয়র ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতলেন রবিন্দর

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : রাশিয়ার উফাতে আয়োজিত কুস্তির জুনিয়ার ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে এবার দেশকে পদক এনে দিলেন রবিন্দর। টোকিও অলিম্পিক থেকে দুটি পদক এনে দেশকে গর্বিত করেছেন রবি কুমার দাহিয়া ও বজরং পুনিয়া। এবার রাশিয়ার ম্যাটে কামাল দেখাচ্ছেন ভারতের ছোটরাও। ৬১ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে রুপো জিতেছেন রভিন্দর। মঙ্গলবার দুটি ব্রোঞ্জ জিতে পদক তালিকায় নাম তুলে ফেলেছিল ভারত। ৭৯ কেজি ফ্রিস্টাইলে গৌরভ বালিয়ান ও ৯৭ কেজিতে দীপক ব্রোঞ্জ জেতেন।

বুধবার ইরানের রহমান মৌসাকে হারালেই সেই কীর্তি ছোঁয়ার সুযোগ ছিল রভিন্দারের কাছে। সুযোগ হারালেন তিনি। ফাইনালে ৩-৯ ব্যবধানে পরাজয় ভারতীয় কুস্তিগীরের। ৭৪ কেজি ফ্রিস্টাইলের ব্রোঞ্জ ম্যাচে ভারতের যশ ১২-৬ ব্যবধানে হারিয়েছেন কির্ঘিজস্তানের স্তাম্বুল ঝানিবেককে। প্রথমে পিছিয়ে পড়লেও ম্যাচে দুর্দান্ত ভাবে ফিরে আসেন যশ। দ্বিতীয় রাউন্ডে তার সামনে দাঁড়াতেই পারেননি স্তাম্বুল।

The Executive Engineer W.R Division No.V, Karrialpur, Dhalai. Tripura invites sealed tenders vide Press NleT No. 11/E1E/WR/D-WICMP/2021-22 Dated: 13-08-2021 for the following works:

Sl No	DNIeT No.	Estimated Cost:	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIeT No. 16/EE/WR/D-V/KMP/2021-22	₹ 10,29,720.00	₹ 10,297.00	730 days
2.	DNIeT No. 17/EE/WR/D-V/KMP/2021-22	₹ 6,09,200.00	₹ 6,092.00	730 days
3.	DNIeT No. 13/EE/WR/D-V/KMP/2021-22	₹ 3,50,129.00	₹ 3,501.00	365 days

Bid documents can been seen in the website **https://tripuratenders.gov.in** w.e.f. **13-08-2021** and last date of downloading & bidding for bids is 02-09-2021.
For more details kindly visit : **https://tripuratenders.gov.in**
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
Water Resource Division No.-V
Kamalpur, Dhalai. Tripura

ICA-C-1809/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE/PWD(R&B)/AMB/2021-22 Dt. 13-08-2021
The **Executive Engineer, Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking I enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD **upto 3.00 P.M. on 07-09-2021** for the following work:-

SL NO	DNIT References	ESTIMATED COST (Rs.)	EARNEST MONEY (Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeT No:- 17/DNIT/EE/PWD(R&B)/AMB/2021-22	14,20,085.00	14,201.00	06 (Six) Months
2	DNIeT No:- 18/DNIT/EE/PWD(R&B)/AMB/2021-22	1,97,474.00	1,975.00	02 (Two) Months.

- Date of publishing of bid : Date 18-08-2021
- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Firs on 07-09-2021
- Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 07-09-2021
- Document downloading and bidding at application: https://tripurqaqtenders.gov.in
- Class of tenderer ; Appropriate Class
- Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically

For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

(Er. S. Debbarma)
Exeeuti4 Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura

ICA-C-1816/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 19 August, 2021, Friday আগরতলা ১৯ আগস্ট , ২০২১ ইং, ■ ২ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ PostÄöìÄöìal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কৃষ্ণমন্দিরে ঝুলন যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

কৃষির বিকাশ ও কৃষকের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ আগস্ট।। কৃষির বিকাশ ও ক'ষকের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা রাজ্যে রূপায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের জন্য কৃষকদের বিভিন্ন ধরণের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আজ সিপাহীজলা জেলায় কৃষি উপঅধিকর্তার কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবন এবং মাশরুম বীজ উৎপাদনকেন্দ্র ও পরীক্ষাগারের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ প্রমুখ।

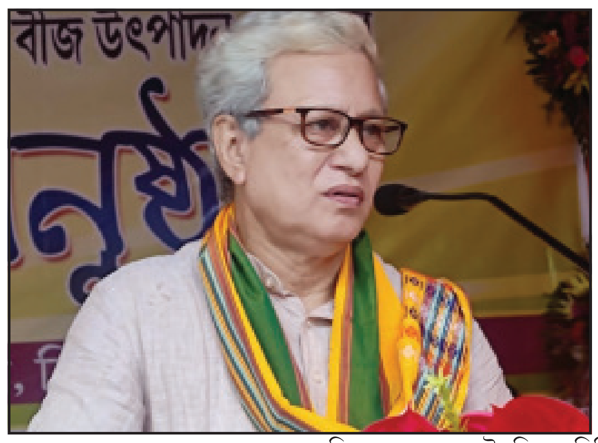

কৃষি উপঅধিকর্তার কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা, পিএম ফসল বীমা যোজনা, জমির মাটির পরীক্ষা করা, জৈব চাষাবাদ প্রভৃতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে আগেও ধান উৎপাদন হত। কিন্তু বর্তমান সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার ব্যবস্থা করেছে। ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যকে কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত পাঁচ বছরে সারা রাজ্যে প্রায় ৫৩ হাজার আইএওয়াই ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। এবছর সারা রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গৃহহীনদের সবার জন্য পাকা ঘরের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছে। করোনা অতিমারীর সময়ে রাজ্যে ৮ লক্ষ পরিবারকে তাদের একাউন্টে ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও ১ হাজার টাকার খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাশরুম চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিটি জেলায় মাশরুমের ল্যাবেরটরি খোলা হবে। রাজ্যে প্রাণীপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদির মাধ্যমেও মানুষকে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রাজ্যে ক'ষি উৎপাদনে সিপাহীজলা জেলার কৃষকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কৃষিকে ভিত্তি করেই গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষি ও কৃষকদের উন্নতিতে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। রাজ্য সরকারের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় রাজ্যের ২ লক্ষ কৃষককে অন্তর্ভর্ক্ত করা হয়েছে। অতিবৃষ্টি, ক্ষরা প্রভ'তিতে ফসলের ক্ষতিপূরণ দিতে ফসলবীমা যোজনা চালু করা হয়েছে। কোথাওযেন পতিত জমি পড়ে না থাকে রাজ্য সরকার সেই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। জেলার সাতটি ব্লক থেকে কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উৎপাদনের জন্য সাতজন কৃষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফণিভূষণ জমাতিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাশিষ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

'বট গাছের আশ্রয় ছেড়ে কেউ বেগুন গাছের আশ্রয়ে যায় না'-তৃণমূলকে কটাক্ষ বীরজিৎ সিনহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। 'বট গাছের আশ্রয় ছেড়ে কেউ বেগুন গাছের আশ্রয়ে যায়না' তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বীরজিত সিনহা।

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের তৎপরতা বৃদ্ধি এবং বীরজিৎ সিনহার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে নিজ বাসভবনে প্রতিক্রিয়াঃ দিতে গিয়ে তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বিরজিত সিনহা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করছেন। এমনকি তিনি নিজেও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তার মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করে বেগুন গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর শাসক দলের ক্রমাগত আক্রমণ ভয় ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং আগামী দিনে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নয়, বিরোধী যে কোন দলের উপর আক্রমণ সংঘটিত হলে শক্ত হাতে প্রতিহত করার ঘোষণা দেন বিরজিত সিনহা। তিনি বলেন রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ রাজ্যের পাঁচটি সংবাদমাধ্যমকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে বন্ধ করে দিয়েছে শাসক দল বিজেপি। তৃণমূল নেতৃত্বের ওপর রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। তবে তিনি একথা স্পষ্ট করে দেন যে ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে তিনি কংগ্রেস করছেন। আজীবন তিনি কংগ্রেস দলেই থাকবেন। ২০২৩ এ রাজ্যে বিরোধী দলে কে থাকবে সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান এখনো নির্বাচনের অনেক বাকি রাজ্যে অনেক কিছু হবে সময় এলে সব কিছ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেই চরম দুর্ভোগে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের আনন্দ মার্গ প্রাইমারী স্কুল থেকে গৌড়া চক্রবর্তীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তারটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশায় পরিনত হয়ে রয়েছে। ফলে জন দুর্ভোগ চরমে উঠেছে।

কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের অধীন ৬ নং ওয়ার্ডের আনন্দ মার্গ প্রাইমারী স্কুল থেকে গৌড়া চক্রবর্তীর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং রাস্তা বেহাল দশার পরিণত হয়েছে। রাস্তায় ছোট বড় যান চলাচল করার দরুন গত তিন বছর ধরে রাস্তাটি মেরামত করার জন্য নগর পঞ্চায়েতের দাবি করা হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমানে রাস্তাটির করুন দশার কারণে জন দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। এই রাস্তার পাশেই আনন্দ মার্গ প্রাইমারী স্কুল, হরি ওঁ আশ্রম রয়েছে। আনন্দ মার্গ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিদিন ভগ্নদশায় পরিণত রাস্তার কাঁদা জলের উপর দিয়ে বিপদজনক অবস্থায় চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মেরামত করার জন্য এলাকার লোকজন সহ আনন্দ মার্গ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা একাধিক বার কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে দাবি জানিয়েছেন।

ভারতে ৫৬.০৬ কোটির উর্ধ্বে করোনা টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতে অনেকটাই বেড়ে গেল টিকাকরণ। ভারতে ৫৬.০৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৫৫.০৫-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫৬,০৬,৫২,০৩০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৫,০৫,০৭৫ জনকে।

ভারতে ৪৯.৮৪-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৭,৯৭,৫৫৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৯,৮৪,২৭,০৮৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৯৭,৫৫৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ হাজার ১৭৮ জন।

বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও মাথা গোঁজার ঠাঁই পেল না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। অসহায় বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও মাথা গোঁজার ঠাঁই পেল না।ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ড এলাকার নগর পাড়াতে। মিলল না মাথা গোঁজার জন্য একটি ঘর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একপ্রকার ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ড এলাকার নগর পাড়াতে।সেই অসহায় পরিবারের কর্তার নাম অজিত দাশ।

তিনি বলেন সর্বদাই বাম আমলে বিরোধী সমর্থক হিসেবে কাজ করে এসেছেন। কিন্তু বর্তমান সরকার আসার পূর্বেই বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে সরকার আসার পর স্থানীয় নেতাদের কাছে দাবি রেখেছিলেন বিপিএল পরিবার হওয়ার সুবাদে পরিবারের চারজন সদস্য সদস্যা নিয়ে অনেক কষ্ট করে দিন কাটাতে হচ্ছে। দাবি রেখেছিলেন একটি ঘর দেওয়ার জন্য।গত সাড়ে তিন বছর যাবত দাবি জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।অথচ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যারা রয়েছে কোটিপতি হিসেবে তাদের ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে অজিত দাশ জানান তিনি বিকলাঙ্গ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ভাবে কাজ-কর্ম করতে পারছে না।তার স্ত্রী অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনরকমে সংসার প্রতিপালন করছে। কিন্তু ঘর তোলার মতো কোন সামর্থ্য নেই। বর্তমানে একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।অনেক কষ্ট করে সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে। এদিকে জানা যায়, মধুপুর পঞ্চায়েতের প্রধান নিজ বাড়ির মধ্যে দুইটি ঘর নিয়ে নিয়েছেন কাউকে না জানিয়েই। আরো জানা যায় ,এই পঞ্চায়েত এর মধ্যে অনেক লোক রয়েছে যাদের কোন ঘরের প্রয়োজন নেই সেই পরিবার ঘর পেয়েছে। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।এখন দেখার বিষয় সেই অসহায় পরিবারটির জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত কোন ব্যবস্থা করে কিনা।

মাতাবাড়িতে পূজা দিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ আগস্ট।। বুধবার উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মাতাবাড়িতে পূজা দিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ ও ন্যায় বিচার অধিকার দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে বুধবার পূজা দিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ ও ন্যায় বিচার অধিকার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিবহন পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় , বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, রামপদ জমাতিয়া, রঞ্জিত দাস সহ বিজেপি জেলা কর্মকর্তারা।বাগমা থেকে যুব মোর্চার কর্মীরা মিছিল করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে মায়ের মন্দিরে নিয়ে আসেন।

মায়ের মন্দিরে পূজা দিয়ে সোজা চলে আসেন রাজর্ষী কলাক্ষেত্র। সেখানে উনাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নতুন ৩৯ জন মন্ত্রী গোটা ভারতবর্ষে ৪০ হাজার কিলোমিটার রান করবেন। দেশের জনকল্যাণমুখী কাজ গুলি পর্যবেক্ষণ করা ও তা তুলে ধরা এবং রাষ্ট্র নির্মাণের যে দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তা রাজ্যের জনগণের আশীর্বাদে অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করবেন বলে জানান। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাজ্যের মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তনের ফলেই ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলেও জানান। রাজ্যের সকল অংশের জনগণকে এই কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ ও ন্যায়বিচার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এই প্রথম প্রতিমা ভৌমিক রাজ্যে এসেছেন। প্রতিমা ভৌমিক এর উদয়পুর মাতাবাড়ি সফরকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার লক্ষিত হয়।

সিকিম ও নাগাল্যান্ডে এআইসিসি-র ইনচার্জ অজয় কুমার, ত্রিপুরার দায়িত্বেও তিনি

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.): সিকিম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে অজয় কুমারকে। বুধবার কংগ্রেস তাঁকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্যের ইনচার্জ নিয়োগ করেছে। আম আদমি পার্টি (আপ) ছাড়ার পর ২০২০ সালে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন অজয় কুমার। তার আগে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আপ-এ যোগ দিয়েছিলেন ঝাড়খন্ড প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি অজয় কুমার। অজয় কুমার একজন প্রাক্তন আইপিএস, জামশেদপুর লোকসভা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৭ সালে দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি সম্ভবত বি ভি নাগারাথনা

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়ামের অনুমোদিত ন'টি নামের মধ্যে তিন জনই মহিলা। এই প্রথম এক সঙ্গে তিন জন মহিলা বিচারপতির নিয়োগ হতে চলেছে দেশের শীর্ষ আদালতে।বিচারপতি নিয়োগের জন্য মঙ্গলবার ন'টি নাম অনুমোদন করেছে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম।

এই ন'জনের তালিকায় রয়েছেন তিন মহিলা। আবার এই তিনজনের মধ্যে রয়েছেন কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি বিভি নাগারাথনা, যিনি সুপ্রিম কোর্টে উন্নীত হলে ২০২৭ সালে দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হতে পারেন।

বিচারপতি নাগারাথনা ছাড়াও, পাঁচ সদস্যের কলেজিয়াম দ্বারা নির্বাচিত অন্য দুই মহিলা বিচারপতি হলেন বিচারপতি হিমা কোহলি, যিনি তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী, যিনি বর্তমানে গুজরাত হাইকোর্টের বিচারপতি।

কলেজিয়ামের দ্বারা চূড়ান্ত করা নামগুলির মধ্যে রয়েছে বিচারপতি অভয় শ্রীনিবাস ওকা (কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি), বিক্রম নাথ (গুজরাত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি), জিতেন্দ্র কুমার মহেশ্বরী (সিকিম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি), সিটি রবিকুমার (কেরল হাইকোর্টের বিচারপতি) এবং এমএম সুন্দরেশ (কেরালা হাইকোর্টে বিচারপতি)।

এই নয় বিচারপতির মধ্যে তিনজনই সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের মেয়াদকালে দেশের প্রধান বিচারপতি হতে পারেন। যার মধ্যে বিচারপতি নাগারাথনাও আছেন যিনি ২০২৭ সালে এক মাসের সময়ের জন্য হলেও প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হতে পারেন।

২০১৯ সালে নভেম্বরে দেশের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে রঞ্জন গগৈর অবসরের পর থেকে কলেজিয়াম কেন্দ্রীয় সরকারকে শীর্ষ আদালতে নিয়োগের জন্য একটিও সুপারিশ পাঠায়নি। গত ১২ আগস্ট বিচারপতি নরিমনের প্রস্থানের পর বর্তমানে নয়টি শূন্যপদ রয়েছে শীর্ষ আদালতে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রায়ের মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

কেরলে এনআইএ-র জালে দুই মহিলা আইএস এজেন্ট, আরও গ্রেফতারের আশঙ্কা

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : মঙ্গলবার যখন তালিবান আফগানিস্তানে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছিল, তখন দিল্লি থেকে কান্নুরে উড়ে আসা জাতীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ-র একটি দল দুজন মহিলাকে হেফাজতে নিয়েছিল, যারা আইএস-র মত নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের জন্য আর্থিক ও মানুষদের সংগঠনের কাজে যোগ দেওয়ার কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল।

ভোরে প্রায় এক ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে এনআইএ -র হাতে শিফা হ্যারিস এবং মিজা সিদ্দিকের বাড়িতে ঢুকে তাদের হেফাজতে নেয় এবং তাদের দুজনকে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করে ট্রানজিট ওয়ারেন্ট নিয়ে গ্রেফতার করা হয়।

এনআইএ সূত্রে জানা গেছে, ওই তরুণীরা ভারতে আইএস-র মাথা মুশাব আনোয়ার এবং মহম্মদ আমিনের জন্য কাজ করছিল। তারা আইএস -এ তাদের হ্যান্ডলারের নির্দেশে সোশ্যাল মিডিয়া পেজের মাধ্যমে আইএসের আদর্শ প্রচার করছিল। আইএস -এ যোগদান এবং সন্ত্রাসীদের সাথে লড়াই করার মিশনের অংশ হিসেবে মিজা তেহেরানে গিয়েছিল। কিন্তু আইএস নেতারা তাকে ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দায়িত্ব দিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এনআইএ এক আধিকারিক বলেন, 'কেরালায় আরও পাঁচটি হার্ড কোর আইএস এজেন্ট রয়েছে এবং আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই তাদের ধরতে পারব।' মিজা সিদ্দিক কেরালায় আইএস অপারেশনের সাইবার শাখার প্রধান। তার মাধ্যমেই এক ডজনেরও বেশি যুবক আইএস -এ যোগদান করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

কেরল পুলিশের প্রাক্তন প্রধান লোকনাথ বেহেরা তাঁর চাকরিজীবনের আগে সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, যে রাজ্যে আইএস এবং তালিবানদের মতো বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের আস্তানা হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন তাৎক্ষণিকভাবে তার পুলিশ প্রধানকে সংশোধন করে বলেছিলেন, যে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রাজ্যে নেই।

কিন্তু উত্তর কেরলে সন্দেহ জনক কার্কলাপ প্রমাণ করে যে কেরলে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের একটা আতুর ঘর। আইএস এবং তালিবানদের মতো সংগঠনের পক্ষ নিতে শাসকদল হস্তক্ষেপ করছে। বীনার দ্বিতীয় স্বামী (মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের কন্যা) মহম্মদ রিয়াজের রাজ্যের পাশাপাশি দেশের বাকি অংশেও বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।